চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 May, 2020 ■ আগরতলা, ৪ মে ২০২০ ইং ■ ২১ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

রাজ্যে আরও ১২ জওয়ান করোনায় আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্যে একদিনে ১২জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সকলেই ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জওহরনগরস্থিত বিএসএফের ১৩৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান। ওই ব্যাটেলিয়ানেরই দুই জওয়ানের গতকাল কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছিল। ২৪ ঘন্টার মধ্য আরও ১২ জনের করোনা সংক্রমণের রিপোর্টে সারা রাজ্যেই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ধলাই জেলা মারাত্মক আতঙ্কে ভুগছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নেমে পড়েছে বলে তিনি রাজ্যবাসীকে আশ্বস্থ করেছেন।

ইতিপূর্বে রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত দুই রোগী সুস্থ হয়েছেন। ত্রিপুরা করোনা মুক্ত রাজ্য হিসেবে সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু, গতকাল থেকে আবারও করোনার কালো মেঘ রাজ্যে দেখা দিয়েছে। গতকাল করোনা আক্রান্ত দুই রোগীর সন্ধান মিলতেই ধলাই জেলা কার্য্যত শুনশান হয়ে পড়েছিল। আজ আরও ১২ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়ার ঘটনায় রাজ্যবাসীকে ভীষণ চিন্তায় ফেলেছে।

স্বাস্থ্য সচিব তথা অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ জানিয়েছেন, গতকালের করোনা আক্রান্ত দুই বিএসএফ জওয়ানের সংস্পর্শে যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশকেই খোঁজে বের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কুলাই এবং গন্ডাছড়া মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশজনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে ওই দুই জওয়ানের সংস্পর্শে ছিলেন এমন ২৬ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাদের সকলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

কিন্তু, সন্ধ্যার পর ১২ জন বিএসএফ জওয়ান কোভিড-১৯ পজেটিভ হিসেবে রিপোর্ট এসেছে। এই বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারীকের কথায় ওই ১২ জনের করোনা আক্রান্তের কোনও লক্ষণ ছিল না। তারা ছুটি থেকে রাজ্যে ফেরার পর কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা অতিক্রম করেছে। তিনি বলেন, গতকাল ওই দুই জওয়ানের রিপোর্ট পজেটিভ আসার আগেই তাদের সংস্পর্শে থাকা উচ্চ ঝুকিপূর্ণ চৌত্রিশ জনকে চিহ্নিত করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ ভোরে তাদের নমুনা জিবি হাসপাতালের ল্যাবে পৌঁছেছে। তার দাবি, ওই নমুনাগুলি দুইবার পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১২ জনের দুইবারই পরীক্ষায় কোভিড -১৯ পজেটিভ এসেছে।

তিনি বলেন, বিএসএফ জওয়ানদের করোনা আক্রান্তের কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। লক্ষণহীন হওয়ায় তারা কীভাবে আক্রান্ত হতে পারেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বিএসএফ জওয়ানদের শতাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এদিকে, আজ স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই অধিকর্তার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কুলাই ও গন্ডাছড়া সফর করেছেন। ট্রিটমেন্ট প্রটোকল সম্পর্কে ওই দুই হাসপাতালকে অবগত করানো হয়েছে। পাশাপাশি ১২ জন বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই গন্ডাছড়ার দুর্গাপুরস্থিত ক্যাম্প কোভিড-১৯ এপিসেন্টার হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই ক্যাম্পের তিন কিলোমিটার এলাকা করোনা অতি স্পর্শকাতর জোন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তাতে গন্ডাছড়া বাজার, নারায়ণপুর, তেত্রিশ কেভি এবং গন্ডাছড়া কলেজ এলাকা এর আওতায় আসবে। সম্পূর্ণ তালিকা আগামীকাল ঘোষণা দেওয়া হবে। ওই এলাকায় সমস্ত অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরী পরিষেবার সাথে যুক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড় পাবে। এদিকে, জওহরনগর বিএসএফ ক্যাম্প এবং কুলাই হাসপাতাল এলাকাও করোনা অতি স্পর্শকাতর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিএসএফ জওয়ানরা কীভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সেই কারণ খুঁজে বের করা এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি তাদের সংস্পর্শে কারা এসেছেন তাও খুঁজে বের করতে হবে। তবে, আক্রান্ত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিএসএফকেও দায়িত্ব নিতে হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিএসএফের প্রথম জওয়ান করিনা বিওপিতে কাজে যোগ দেওয়ার পরই করোনা আক্রান্তের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তিনি, গত ১১ মার্চ ছুটি কাটিয়ে ত্রিপুরায় ফিরেছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক দীর্ঘ সময় করোনার সাথে যুদ্ধ করা কীভাবে সম্ভব হয়েছে। কারণ, বহিঃরাজ্য থেকে সংক্রমিত হয়ে ত্রিপুরায় আসার ক্ষেত্রে ওই জওয়ানকে মাসাধিক কাল করোনার সাথে লড়াই করতে হয়েছে। এরপরই লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু, এই তত্ব মেনে নেওয়াটা অনেকটাই অসম্ভব বলে মনে করছেন চিকিৎসক মহল।

আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি, করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাল তিন বাহিনী

নয়া দিল্লি, ৩ মে (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যে সকল চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সংবাদকর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ, ডেলিভারি বয়রা নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছে। তাদের অভিনব উপায় কুর্নিশ জানানো হলো তিন বাহিনীর তরফ থেকে।

রবিবার সকালে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার এবং পণ্যবাহী বিমান সেই সকল হাসপাতালগুলির উপর পুষ্পবৃষ্টি করে, যেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। বায়ুসেনার বিমান জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে কেরলের তিরুবনন্তপুরম এবং অসমের ডিব্রুগড় থেকে গুজরাটের কচ্ছ পর্যন্ত ফ্লাইপাস্ট করেছে।

এদিন সকাল ১০ টার সময় বায়ুসেনার বিমান দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলের করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাতে ফ্লাইপাস্ট করে যান। প্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলে অভিনব কায়দায় দিল্লির রাজপথে টেক অফ করে সুখোই ৩০, মিগ ২৯, জাগুয়ার যুদ্ধবিমান।

বায়ুসেনার মুখপাত্র ইন্দ্রনীল নন্দী জানিয়েছেন, সকালের দিকে বৃষ্টি হবার কারণে দিল্লিতে এই কর্মসূচি কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ইন্ডিয়া গেটের সামনে পুলিশ মেমোরিয়াল পুষ্পবৃষ্টি করে সকাল নটার সময় ।করোনা যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে দিল্লির রাজপথ এর ওপর দিয়ে উড়ে যায় বায়ুসেনার বিমান। এরপরে দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতাল, জিটিবি হাসপাতাল, লোকনায়ক হাসপাতাল, রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল, সফদার জং হাসপাতাল, গঙ্গারাম হাসপাতাল, বাবাসাহেব আম্বেদকর হাসপাতাল, ম্যাক্স সাকেত, রোহিনী হাসপাতালসহ অন্যান্য হাসপাতাল যেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা চলছে সেখানে পুষ্পবৃষ্টি করে করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশশ জানায় বায়ুসেনা ।একই দৃশ্য দেখা যায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গায় নিজ বাড়িতেই এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রবিবার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম নির্মল সরকার, বয়স ৬৫। ঘটনা লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়ার রাঙ্গুটিয়া গ্রামে। রবিবার নিজ ঘর থেকে উদ্ধার হয় তার ঝুলন্ত মৃতদেহ।

প্রথমে বাড়ির লোকেরা তার মৃতদেহটি দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় লেফুঙ্গা থানার অন্তর্গত বামুটিয়া আউটপোস্টে। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃত নির্মল সরকারের ছেলে জিতেন্দ্র সরকার জানান তার বাবা অনেক বছর যাবত অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাঁর বাড়ির বাইরে যাওয়া সম্ভব হতো না। রবিবার সকালে আচমকা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হান্ডওয়ারায় জঙ্গিদের গুলিতে শহিদ কর্নেল ও মেজর সহ পাঁচ সেনা

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি.স.) : উত্তর কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারালেন সেনাবাহিনীর এক কর্নেল ও মেজর, দুই জওয়ান ও এক পুলিশকর্মী। রবিবার সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে এই অভিযানে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গী।

রবিবার সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে কর্নেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সাব- ইন্সপেক্টর শাকিল কাজী প্রাণ হারিয়েছেন। আরো দুই সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্ডওয়ারায় চাহনমুল্লায় কয়েকজন স্থানীয়কে অপহরণ করে রেখেছিল জঙ্গিরা। ২১ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের কর্নেল আশুতোষ শর্মার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রী বন্টনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। কোরানায় মারাত্মকভাব প্রভাবিত হয়েছে গরীব অংশের মানুষ। এই গরীব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। দুস্কৃতিদের হামলা ও আক্রমণের মুখে পড়ছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। রবিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস।

তিনি অভিযোগ করেছেন, রানীরবাজারে দুঃস্থ পরিবারদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তেজেন দাস সহ আরও কয়েকজন একটি গাড়িতে করে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রানীরবাজারে পৌঁছে। সেখানে পৌঁছতেই থানা থেকে মাত্র একশ মিটার দূরত্বে অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিরা গাড়িটি আটক করে এবং খাদ্য সামগ্রী বিলি করা যাবেনা বলে হুমকি দেয় এবং খাদ্য সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। থানার সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, পুলিশ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

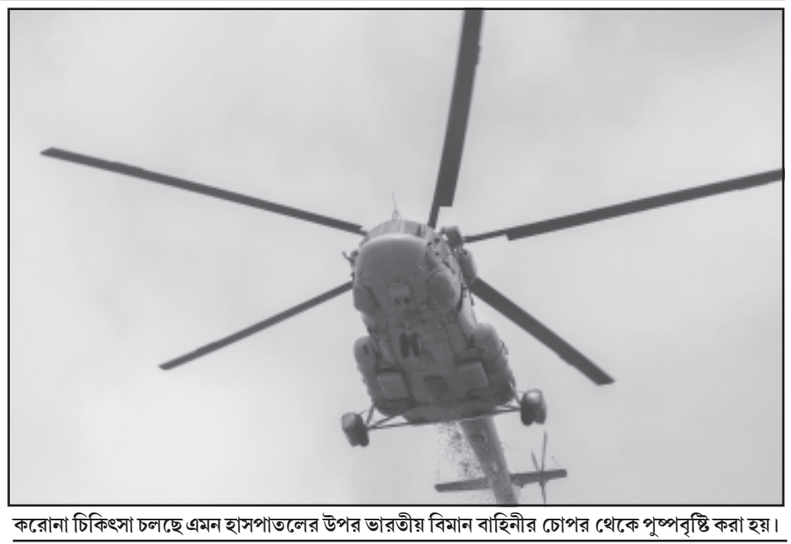

করোনা চিকিৎসা চলছে এমন হাসপাতলের উপর ভারতীয় বিমান বাহিনীর চোপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়।

সাব্রুমের পর বিলোনীয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী যুবকের অনুপ্রবেশ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বাড়ছে মৃত্যুর হার। সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরার জনগণ তাতে আতঙ্কগ্রস্ত। রাজ্য সরকার সীমান্তে নজরদারি বজায় রাখার নির্দেশ জারি করেছে। যেকোনো ধরনের অনুপ্রবেশ রোধে বিএসএফকে কঠোর মনোভাব বহন করতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটে চলেছে। রবিবার দুপুরেও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে এক বাংলাদেশী যুবক রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। বিলোনিয়ার ঘোষ খামার সীমান্তের ৬ এবং ৭নম্বর পিলারের পাশ দিয়ে সে অনুপ্রবেশ করে বলে জানা গেছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে প্রবেশ করলেও সীমান্ত গ্রামের জনগণ তাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। আটক অনুপ্রবেশকারী যুবকের নাম মনির হোসেন। কি করে বিএসএফের এত কঠোর নজরদারির মধ্যেও সে অনুপ্রবেশ করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিএসএফের টহল নিয়ে সীমান্ত এলাকার জনগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে লরি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রবিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে এসডিপিও অফিসের সামনে একটি লরি ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে আগরতলা থেকে একটি লরি ধর্মনগর দিকে যাচ্ছিল।

পানিসাগর এ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর অফিসের সামনে বাইককে ধাক্কা দেয় লরিটি। তাতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয় বাইক চালক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে যায় লরিটি। তাতে লরির চালক এবং সহ চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহত বাইক চালকের নাম দেবকুমার চাকমা। পরিচালকের নাম সংকর দাস এবং সহ চালকের নাম আব্দুল মান্নান।

স্থানীয় লোকজন আহত তিনজনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ভধারিনী মাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ সন্তানদের বিরুদ্ধে

তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা পুলিশকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। নিজের গর্ভ ধারিণী মাকে মার ধোর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সন্তানের বিরুদ্ধে। রবিবার ধলেশ্বর ১৮ নং গলি এলাকায় এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ এদিন বৃদ্ধা মাকে মারধোর করে বাড়ির বাইরে বের করে দেয় সন্তানেরা।

এই বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারাই পুলিশে খবর দেয়। এলাকায় ছুটে যায় পূর্ব মহিলা থানার পুলিশ। বৃদ্ধাকে জানতে চায় তিনি এই বাড়িতে থাকতে চান কিনা। কিন্তু বৃদ্ধা জানান তিনি এই বাড়িতে থাকবেন না। ছোট ছেলের বাড়িতে যেতে চান তিনি। এরপরেই পুলিশ মহিলার কাপড় ও নথিপত্র গুছিয়ে নিতে বলে। বাড়িতে প্রবেশ করতেই অভিযোগ বৃদ্ধার এক কন্যা উপস্থিত মহিলা পুলিশ কর্মীর উপর আক্রমণ করে। পুলিশ কর্মীকে চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়।

আরো অভিযোগ পুলীশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে বৃদ্ধার ছোট মেয়ে। এই ঘটনার পর পূর্ব থানা থেকে ছুটে যায় আরো পুলিশ। এলাকাবাসী ভীর করে বাড়ির সামনে। স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরাও এগিয়ে আসেন। পুলিশের উপর আক্রমণের ঘটনায় বিচার চায় তারা। তাদের এই ঘটনা নতুন নয়। প্রায়শই পরিবারে অশান্তি লেগে রয়েছে। কিন্তু মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া এবং কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ কর্মীর উপর আক্রমণের ঘটনায় সরব হয়েছে স্থানীয়রা।

গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে রেগার কাজ শুরু হয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। আজ জিরানীয়া ব্লকের ৩০০টি দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বড়জলা বীণাপানি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এই খাদ্য সামগ্রী পরিবারগুলির হাতে তুলে দেন। মজলিশপুর মণ্ডলের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের জন্য লকডাউনের কারণে রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রাজ্য সরকার সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এম জি এন রেগায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি গ্রামেই সেই কাজ চলছে।

রেগার কাজকর্ম ক্ষতিয়ে দেখেন অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এবং বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি বলেন, সবাই যেন নিয়ম মেনে মাস্ক পড়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ রোগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলে সতর্কতাগুলি মেনে চলতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে তিনি বড়জলা বীণাপানি ভিলেজের রেগার কাজ পরিদর্শন করেন এবং রেগা শ্রমিকদের হাতে মাস্ক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, জিরানীয়া প'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

পরে উপমুখ্যমন্ত্রী জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে জিরানীয়া মহকুমা এলাকার বিদ্যৎ পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে মহকুমা বিদ্যৎ বিভাগের আধিকারিকদের সাথে এক পর্যালোচনা বৈঠকেও মিলিত হন। তিনি বর্ষার আগেই মহকুমার বিদ্যৎ পরিষেবার অসমাপ্ত কাজগুলি এবং বিভিন্ন সংস্কার কাজগুলি শেষ করার পরামর্শ দেন। জিরানিয়া মহাকুমার বিদ্যুৎ পরিষেবার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রবিবার জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বৈঠক করেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২০২ ◘ ৪ মে
২০২০ইং ◘ ২১ বৈশাখ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আত্মসন্তুষ্টি বিপদ বাড়ায়

আত্মসন্তুষ্টি অনেক সময়ই ভয়ানক বিপদ ডাকিয়া আনে। ত্রিপুরা করোনা মুক্ত বলিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম সেখানে দেখা দিল করোনার থাবা। আরও দুই করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে আমবাসার জওহরনগরে। গত এগারই মার্চ ছুটি কাটাইয়া বিএসএফ জওয়ান ত্রিপুরায় আসেন। পেট ব্যাথা নিয়া গন্ডাছড়া হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁহার সঙ্গে এক জওয়ানকে দেখভাল করিবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই জওয়ানও আক্রান্ত হন। তাহাদের আগরতলায় চিকিৎসা চলিতেছে। এই ঘটনায় রাজ্যে বড় বেশী উদ্বেগ ও দুঃশ্চিন্তা দেখা দিয়াছে। কারণ, এগারই মার্চ রাজ্যে আসিয়া কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, কাহাদের সংস্পর্শে ছিলেন তাহাই এখন বড় বেশী দুঃশ্চিন্তা আনিয়া দিবারই কথা। প্রশ্ন উঠিয়াছে, রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সম্ভাবনা কোথায় কোথায় থাকিতে পারে তাহা কিভাবে নিরূপণ করা যাইবে। ত্রিপুরা প্রত্যন্ত রাজ্য এবং বিদেশ বা বহিঃরাজ্য হইতে এখানে গণহারে আসিবার সুযোগ নাই। যাহা মহারাষ্ট্র বা অন্যান্য বড় রাজ্যে ঘটিয়াছে। সারা দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রের অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। যেসব জায়গায় বিদেশ হইতে লোকজন বেশী বেশী আসিয়াছেন সেখানেই আক্রান্তের সংখ্যা বেশী। সেই তুলনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অনেক বেশী নিরাপদ দূরত্বে আছেন। সারা দেশের তুলনায় উত্তর পূর্বাঞ্চল অনেক বেশী করোনা মুক্ত। আর এক্ষেত্রে এইসব রাজ্যে বহিঃরাজ্য হইতে যাহাতে প্রবেশে শিথিলতা না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। যদি এরাজ্যে বহিঃরাজ্য হইতে ছাত্র, চাকুরীজীবি ইত্যাদি শ্রমিক ঘরে ফিরিতে চান তাহা হইলে তাহাদের পূর্ণাঙ্গ শারীরিক পরীক্ষা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য ছাড়পত্র ছাড়া একজনকে ঘরে ফিরিতেও দেওয়া উচিত হইবে না।

ত্রিপুরায় আরও দুইজন করোনা আক্রান্ত পাওয়ায় রাজ্য সরকার ও রাজ্যবাসীকে আরও সতর্ক ও সজাগ থাকিবার তাগিদ বাড়াইয়াছে। ৪ঠা মে হইতে ১৭ মে পর্য্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোকে মানিয়া নিয়াছে রাজ্যবাসী। এই লকডাউনে গরীব অংশের মানুষের জীবনে নামিয়া আসিয়াছে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিন মজুর, রিক্সা চালক ও অন্যান্য সব পেশার মানুষই এখন বিপন্ন বিধ্বস্ত। লকডাউন সর্বত্র মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু উপায় নাই। এই ত্রিপুরা যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল সেখানেও আবার সেই দুঃসহ ঘটনা। দুইজন করোনা আক্রান্ত রাজ্যবাসীকে চরম ভীতির মুখে ঠেলিয়া দিল। ত্রিপুরাবাসীকে সমস্ত বিধি নিষেধকে শিরোধার্য্য করিয়া আরও কঠোর সংগ্রামই করিতে হইবে। করোনা আক্রান্তের খোঁজে যে সরকারী পদাধিকারীরা আছেন সেই টিমকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। রাজ্য সরকার বহির্রাজ্যে আটকা পড়াদের রাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছিল। এক্ষেত্রে চরম সাবধানতা নিতে হইবে। নিশ্চয়ই মানবতা দেখানো হইবে কিন্তু রাজ্যকে বিপন্ন করিয়া নয়।

আরও দুইজন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়ায় রাজ্যের কর্তব্যরত স্বাস্থ্য আধিকারীক ও টিমের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে আরও সাবধানতা যেমন জরুরী তেমনি সম্ভাব্য স্থানগুলিতে সন্ধানও চালাইতে হইবে। করোনা মুক্ত বলিয়া ত্রিপুরাবাসী যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। এই আত্মতুষ্টিই বিপদ ডাকিয়া আনে। গোটা বিশ্ব আজ এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া। এত বড় বিপদ তো ইতিপূর্বে আসিয়াছে মনে হয় না। গুটি বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি আক্রমনে এক সময় মহামারীর কবলে পড়িয়াছিল ভারত সহ বহু দেশ। তখন অনেক মাথা ঘামাইয়া বিজ্ঞানীরা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিস্কার করিয়াছিল। গুটি বসন্ত নির্মূল হইয়াছে, যক্ষার মতো কঠিন রোগ অনেক অনেক বেশী নিরাময় আনিয়া দেয়। করোনা প্রতিরোধে আমেরিকা ওষুধ আবিস্কার করিয়াছে। করোনাও বধ হইবে। মানুষের সংগ্রাম, এত বড় ত্যাগ বৃথা যাইতে পারে না।

লকডাউন মান্যতা দিতে শহরের রাস্তায় নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা,৩ মে (হি স): করোনা আবহে দেশজুড়ে চলছে লক ডাউন।জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ছাড়া কাউকে ঘরের বাইরে বের না হওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে।লকডাউন সঠিকভাবে মান্যতা দিতে ইতিমধ্যেই সিল করে দেওয়া হয়েছে শহরের একাধিক রাস্তাঘাট। রবিবার শহরের রাস্তায় প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে গেলে থাকতে হবে ঘরে। বজায় রাখতে হবে দূরত্ব।আর তাই শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু অনেকেই বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়।তাই তাদেরকে আটকাতে তৎপর কলকাতা পুলিশ।রাস্তার মোড় থেকে পাড়ার অলিগলি সর্বত্রই চলছে পুলিশি টহল। ক্রমাগত চলছে মাইকিং।পাশাপাশি কড়া ভাবে চলছে নাকা চেকিং। শহরের রাস্তায় প্রাইভেট কার থেকে বাইক কিংবা স্কুটি, লরি প্রতিটিগাড়ি থামিয়ে নাকা ছেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। এদিন ডারফিন রোড ,পার্ক স্টিট সর্বত্রই নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

কলকাতার রেড জোন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি সংসদ স্বপন দাশগুপ্ত

কলকাতা, ৩ মে (হি. স.): ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সংক্রমণ এড়াতে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন।এরই মাঝে কলকাতার যেসব এলাকায় করোনা সংক্রমণের হার বেশি সেসব এলাকাকে রেড জোন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এবার সেই রেড জোন কতটা লকডাউন মানা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি সংসদ স্বপন দাশগুপ্ত।রবিবার টুইট করে এমনটাই প্রশ্ন তুললেন স্বপন দাশগুপ্ত। একটি ভিডিও করে সেখানে স্বপনবাবু বলেন, " কলকাতার ৩, ৪ নম্বর ওয়ার্ড রেড জোন।দমদম বাজার, দমদম থানা, টালা পুলিশ স্টেশন, সিঁথি পুলিশ স্টেশন কমবেশি ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে তিনটি পুলিশ স্টেশনে আছে।অন্যদিনের সঙ্গে কোনও রকম সোশ্যাল ডিসটেন্স নেই। আমরা ঘরবন্দি রয়েছি। বেশিদিন থাকতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও রেড জোন এলাকাগুলোতে কোনও সোশ্যাল ডিসটেন্স নেই"।

মঙ্গলবার নিট ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ঘোষণা

কলকাতা, ৩ মে (হি. স.): চলতি বছরে কবে হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন ও নিট (এনইইটি) পরীক্ষা সেইদিন ৫ মে ঘোষণা করবে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। সূত্রের খবর, ওই দিন অনলাইনে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অনলাইনে কথাও বলবেন। প্রথমে নিট পরীক্ষা ৩ মে হবে বলে দিন ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের লকডাউন ঘোষণা করা হলে সেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন তিন মে অবধি ঘোষিত হলে সে ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে যায় পরীক্ষার দিন।শেষ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ের লক ডাউন ১৭ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স ও নিট পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। লকডাউন শেষ না হলে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব নয়। এই কারণে আগামী মঙ্গলবার পরীক্ষার নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করবেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী। একই দিনে দুপুর ১২টা থেকে টুইটার ও ফেসবুকে ওয়েবিনার-এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের এই সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবেন মন্ত্রী।

করোনা মেকাবিলায় কেরল এক সুপরিকল্পিত চিত্রনাট্য

শোভনলাল চক্রবর্তী

দেশের প্রথম করোনা আক্রান্ত চিহ্নিত হন কেরলের ত্রিশূরে। চিনের উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। চব্বিশে জানুয়ারি বাড়ি পৌঁছে তিনি আর কোন দেরি করেননি, সোজা চলে য়ান নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে। তখনও তাঁর সংক্রমণের কোনও বাহ্যিক লক্ষণ দেখা দেয়নি এবং এয়ারপোর্টেও কেউ কিছুই বলেননি। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দেন কিছুই বলেননি। ডাক্তারবাবু পরামর্শ দেন রোগলক্ষণ দেখা দিলেই জেলার রোগ নজরদারি অফিসারকে ফোন করে জানাতে। তিনি দিনের মাথায় দেখা দেয় গলা ব্যথা। অফিসারকে ফোন এবং হাসপাতালে ভর্তি। রক্ত ও লালারস পুনের পরীক্ষাগারে পাঠানো হলে পাওয়া যায় ভাইরাসের প্রমান। এই গোটা ঘটনার মধ্যে পাঠক পাঠিকাগণ দয়া করে তিনটি বিষয় লক্ষ করবেন। এক, ছাত্রীটি রোগলক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও, এয়ারপোর্টে-এ কেউ কিছু বলেনি বলে শপিংমলে ঘুরতে চলে যায়নি। দুই, একজন সচেতন নাগরিক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন স্তরের মানুষজন, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সবজান্তা ঊর্ধ্বতনের বিরাগ বা অধস্তন. তাচ্ছিল্য---কোনোটাই ভোগ করতে হয় না। তিন, সব যেভাবে এগিয়েচে এতটুকু কালক্ষেপ না করে, যেন মনে হয় সবটাই সত্যজিত রায়ের পুনিপুন সুরপিকল্পতি চিত্রনাট্য। জানয়ারির মাঝামাঝি যখন করোনা ভাইরাস নিয়ে হু'র প্রথম সতর্কবার্তা এস, তক্ষুনি তাকে গুরুত্ব দিয়ে কেরলের সমস্ত জেলার রোগ নজরদারি টিমকে তাদের কর্তব্য কর্মের নির্দেশিকা পৌঁছে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে নজরদারি আর সংক্রমণ যোগ চিহ্নিত করার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাই সম্ভব হয়েছিল সেই সময় চিন থেকে ছুটিতে বাড়ি আসা কয়েকশো মানুষকে নিয়মিত নজরে রাখা। এয়ারপোর্টে রাখা ছিল সুরক্ষা অ্যাম্বুলেন্স। সামান্য জ্বরের লক্ষণ দেখলেই সোজা আইসোলেশনে। ভুলে গেলে চলবে না। কেরল এমন একটিরাজ্য যার প্রতিটি জেলায়, প্রত্যন্ত গ্রামেও বাড়িতে বাড়িতে বিদেশ থেকে ফেরা মানুষের ভিড়। তবু করোনা যে সেখানে ভয়াবহ চেহারা নেয়নি তার পুরে াকৃতিত্ব কেরলের সমাজ সংস্কৃতির। এবং অবশ্যই সরকারের। সরকারের কথা পরে। তার আগে জানা দরকার এই কেরল করোনা আক্রান্ত এক বরিষ্ঠ দম্পতি---যাদের একজনের বয়স তিরানব্বই আর একজন ছিয়াশি। তাঁদের সুস্থ করে তেইশ দিনের মাথায় বাড়ি পাঠিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যা নজর কেড়েছে হু'র। সেই সময় গোটা দেশের মানুষ কি করছিলেন জানেন? প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বালখিল্যর মত ঘরের আলো নিভিয়ে বাইরে গিয়ে প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নিচ্ছিলেন। খালি ফাঁকা শপথ নিলেই হবে? কাজ করতে হবে, কাজ। সেটাই করে চলেছে কেরল। করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার নিরিখে কেরলের সবার থেকে এগিয়ে আছে কেরল। জন স্বাস্থ্য বিভাগে রাজ্যটির আশ্চর্য রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এ ঘটনা ঘটানো সম্ভব ছিল না। কেরলে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে চৌত্রিশ শতাংশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, যা অন্যান্য রাজ্যের তলনায় অনেক বেশি যে রাজ্যে প্রথম আক্রান্ত চিহ্নিত হয় তিরিশে জানুয়ারি, সেখানে এখনও করোনা সংক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা তিন। এগারো হাজারেরও বেশি মানুষের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

করোনা নিয়ন্ত্রণে কেন এগিয়ে কেরল? এক কথায় বলতে গেলে--- সচেতনতা। কেরলের সমস্ত মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছেন কবে থেকে জানেন? তিরিশে জানুয়ারি থেএক। এর পাশে সবজান্তা বাঙালিদের ফেলুন, টের পাবেন তফাৎটা কোতায়। কথায় আছে মানুষ ঠেকে শেখে। কেরল কিন্তু ঠেকে শিখেছে। দু'বছর আগে কেরলে হয়েছিল নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ। দু'টি জেলার আক্রান্ত উনিশ জনের মধ্যে সতেরো জনকে বাঁচানো যায়নি। কিন্তু সংক্রমণ আর ছড়ায়নি। সেই সময় অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিপার সদ্য আবিষ্কৃত এন্টিবজির সাহায্য কেরল রুখে দিয়েছিল সংক্রমণ। শিক্ষা নিয়ে ছিল। এ কারুর একার কৃতিত্বের ব্যপার নয়। এ যেন এক লোকশক্তির গল্প। সেই শিক্ষা থেকেই আজ কেরল লড়ছে। অনেকে বলছেন, করোনা এক 'যুদ্ধ', 'তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ইত্যাদি। অমর্ত্য সেন লিখেছেন করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধের অনুষঙ্গ টেনে আনার তিনি বিরোধী। যুদ্ধে থাকে প্রশ্নহীন আনুগতের দাবি। অমর্ত্য বলছেন এটা সহযোগিতার সময়, আলোচনার সমালোচনার সময়। যুদ্ধ পরিস্থিতির অজুহাত মানুষের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেওয়া চলে না। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কাজটা করে রাজ্য। কিন্তু রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় বলে চলতে থাকে নিরন্তর কেন্দ্রে দাদাগিরি। কেন? না অর্থের যোগান দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্রে টাকা আদতে দেশবাসীর টাকা, কোনও শাসক দলের পকেটের ট্যাক নয়। তবু কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েন চলতেই থাকে, এমনকি অতিমারির সময়ে পর্যন্ত। যেখানে কেন্দ্রে প্রয়োজন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, তখন কিন্তু কারুর দেখা মেলে না। কেন্দ্রে বসে থাকা আমাদের সরকার বাহাদুর বোঝেন স্বাস্থ্য মানেই চিকিৎসা। তাই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে এত ঢাক পেটানো। কেরল কিন্তু পথ দেখিয়ে দিয়েচে। স্বাস্থ্য সেবার অনেকটাই অসুখ না হতে দেওয়া। পানীয় জল, শৌচাগার থেকে শুরু করে রোগের বিস্তার ঠেকানোর কাজ। নতুন রোগের উদ্ভব হলকিনা দেখার জন্য শিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী। এইখানেই আসছে সরকারের কথা। সরকার কি করছে তা দেখার জন্য কেরলের স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটটি যথেষ্ট। প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তমান সংখ্যার বিবরণী থাকছে সেখানে। এমনকি আটকে পড়া পরিযায়ী এবং অন্য কাজ হারানো শ্রমিকদের জন্য খাবারের বিস্তারিত হিসাব সেখানে থাকছে। এবার আসা যাক যেটা এই মুহূর্তের খুব বড় প্রশ্ন। সেটা হল, আমাদের দেশে কোন রোগ কিভাবে ছড়ায়, মানব শরীরে তারকি প্রতিক্রিয়া এসব জানতে যে গবেষণার দরকার, তার পরিকাঠামো কতটা আছে? আমাদের জাতীয় লজ্জা এই যে স্বাস্থ্য খাতে আমরা ব্যয় করি আমাদের জাতীয় আয়ের এক শতাংশ। বিশ্বের কোনও দেশ এত কম ব্যয় করে না। আমাদের দেশে খুব ছোট কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে স্বাস্থ্য খাতে সব চেয়ে বেশি ব্যয় করে কেরল। নিপা বাইরাসের পর কেরল তৈরি করেছে ইনস্টিটিউট অফ এডভান্সড ভাইরোলজি। আজ সবাই ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন করে দেশ মাথায় করছে। গবেষণার পরিবেশ দেব না, অনুদান আটকে দেব, গবেষকদের সম্মান করব না, গবেষণার বিষয় নিয়ে ছড়ি ঘোরার, আর এখন বিপদে পড়ে বড় বড় ভাষণের বিচারিতা বন্ধ হোক। দেশ বুধুত শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলা করার ফল। দুঃখ এই যে যাদের অবিমিশ্রকারিতার জন্য আমাদের আজ এই দিন দেখতে হচ্ছে তাঁরা মজাটি দেখতে পাচ্ছেন না, দেখতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এরাই কিন্তু সেই গণদেবতা যাদের রোষে জ্বলে যেতে পারে রাজার রাজপ্রাসাদ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শতবর্ষের সত্যজিৎ আজও অনন্ত পথের পাঁচালি

সুখেন বিশ্বাস

আজ বাবার জন্মশতবর্ষের শুরুতে একটা অদ্ভূত লাগছে। কারণ এইরকম জন্মদিন কিন্তু হয়নি। মানে একজনও লোক নেই, কেউ আসছে না, সকালথেকেই একেবারে খালি বাড়ি, অদ্ভূত লাগছে। উনি আছেন। সবসময়ই আমাদের সঙ্গে কিন্তু এবার লোকজনের একেবারেই অভাব, লকডাউনের কারণে। সত্যজিৎ জন্মশতবর্ষের সকালে বাড়িতে বসে এক সাক্ষাৎকারে এমনই জানালেন সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়। পৃথিবী জুড়ে লকডাউন চলছে। কলকাতা এখন রেড জোনে। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও অরেঞ্জ, কোথাও বা গ্রিন জোন। সেই হিসাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সত্যজিতের জন্মশতবর্ষ পালন। কিন্তু সোশ্যাল সাইটে জোর কদমে চলছে সত্যজিৎকে নিয়ে আলাচনা, বিতর্ক ইত্যাদি।

সত্যজিৎ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২ মে ১৯২১ সালে উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে। মৃত্যু ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল। বিশপ লেফ্রায় রোডে। তাঁর বাবা ছিলেন সুকুমার রায়, মা সুপ্রভা দেবী। আর ঠাকুরদা ছিলেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় সত্যজিৎ শিশুসাহিত্যের আখ্যায় ভূষিত। সায়েন্স ফিকশন, গোয়েন্দা গল্প রচনায় তিনি মূলত শিশুদের মনে আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর গল্পে নেই কোনও বয়স্ক উপাদান, মানসিক টানাপোড়েন, চারিত্রিক জটিলতা বা সমসাময়িক যুগ যন্ত্রণার ছবি। সায়েন্স ফিকশনে প্রোপেসর শঙ্কু এবং গোয়েন্দা কাহিনীতে ফেলু মিত্তির তাঁর সৃষ্টি সেরা দুটি চরিত্র।

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর শিশু সত্যজিৎকে নিয়ে সুপ্রভাদেবীকে তীব্র আর্থিক অনটনে কাটাতে হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ, রায় অ্যান্ড সন্স' দেউলিয়া ঘোষণা হলে পরের বছরই সুপ্রভা দেবীকে ছেড়ে দিতে হয় গড়পারের বাড়ি। তিনি শিশু সত্যজিৎকে নিয়ে ওঠেন ভবানীপুরের ভাই প্রশান্তকুমার দাসের বাড়িতে। সংসার চালানোর জন্য তাঁকে বিদাসাগর বাণীভবনের বিধবাশ্রমে সেলাই করার জাক নিতে হয়। মামার বাড়িতে থাকতেই তিনি মায়ের সঙ্গ শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় বার দেখা হয়।

অলঙ্কারণের জন্য সত্যজিৎ প্রথম পড়েন বিভূতিভুষণের লেখা 'পথের পাঁচালী'। পড়তে -পড়তে তাঁর মনে হয়েছিল সিনেমা তৈরির জন্য এটি আদর্শ বই। অত-পর তিনি ঠিক করেন 'পথের পাঁচালী' ছবি করবেনই। কিন্তু এক টাকা ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে টাকা না পেয়ে লাইফ ইন্সুরেন্সের একটা পলিসি সাত হাজার টাকায় বেচে দেন। ছবির শুটিং কিছুটা হলবটে, কিন্তু ওই টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সত্যজিৎ হেরে যাবার পাত্র নন। তাই বাড়ির লাইব্রেরির ভালো আর্টের বই, পুরনো রেকর্ড সব বেচে দিলেন। কিছুটা শুটিং হল, আবার টাকায় টান পড়ল। অগত্যা নিজের স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে শুটিং চালালেন তিনি। পাশাপাশি পরিচিত কয়েকজন বন্ধু বান্ধব এবং কিশোরকুমার সেইসময় তাঁকে কিছু টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এইভাবে কিছুটা শুটিং হবার পর আবার টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎই 'রানা এন্ড দত্ত' নামে একটি প্রযোজনা সংস্থা ছবিটা করতে এগিয়ে আসে। কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিল তারা। কিন্তু কিছুটা শুটিং হবার পর তারাও পিছিয়ে গিয়েছল। শুধু পিছিয়েই নয়, খরচের টাকাও ফেরত চেয়ে বসেছিল।

হতাশ হয়ে পড়লেন সত্যজিৎ। কারণ ততদিনে নিজের পকেট থেকে ও তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার উপর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা শুনে তো তাঁর মাথায় হাত। এই সময় াবড়িতে নিজের একটু অশান্তিও চলছিল। কারণ এইসব সিনেমা-টিনেমা কারার ব্যাপারে সুপ্রভাদেবীর খুব আপত্তি ছিল। কিন্তু মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যাক এটাও তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি বেলা সেনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সত্যজিতকে যোগাযোগ করিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও নেমে এল প্রবল বাধা বিপত্তি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন পাবলিসিটি ডিরেক্টর পি এস মাথুর 'পথের পাঁচালী'কে চরম দুঃখদারিদ্রের গল্প বলে সরকারি অনুদান পাওয়া থেকে সত্যজিতকে বঞ্চিত করলেন। তিনি এই মর্মে একটি লিখিত রিপোর্ট দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে, আমরা এখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রচার চালাচ্ছি। সেই প্রচার অভিযানের মধ্যে যদি বাঙালি জীবনের এই চরম দুঃখদারিদ্রের ছবি লোকদের দেখানো হয় তবে আমাদের প্রচার অভিযান ব্যর্থ হবে।

কিন্তু ডা. বিধানচন্দ্র রায় শুটিং করা ছবিটির অংশবিশেষের রাস প্রিন্ট দেখে সরকারি তরফে প্রযোজনার দায়িত্ব নেন। 'কমিউনিটি ডেভেলমেন্ট প্রজেক্ট'-এর খাত থেকে টাকা অনুমোদন করেন তিনি। কিন্তু আবার গোল বাধল। বিধানসভায় বিরোধী কিছু নেতা সরকার পক্ষকে চেপে ধরেছিল অনেকটা এইভাবে দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, আর ছবি তোলার জন্য সরকারি টাকা ঢালা হচ্ছে? এইবাবে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্যে আড়াই বছর ধরে বিক্ষিপ্ত শুটিঙের পর 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পেল। ওই বছরই ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্য পদকে সম্মানিতও হলছবিটি। কিন্তু ঘটনা হল, সেই সময় সত্যজিৎকে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সামান্য আমন্ত্রণটুকুও জানানো হয়নি। দিল্লি থেকে মহা সাড়ম্বরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে 'অ্যাওয়ার্ড' নিয়ে এলেন সেই এস পি মাথুর। যিনি ছবি তোলার জন্য টাকা অনুমোদনে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন।

এরপরের ঘটনা তো ইতিহাস। কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'পথের পাঁচালী'কে বলা হয়েছিল ওই বছরের 'বস্ট হিডম্যান ডকুমেন্ট'। এ ছাড়াও বার্লিন, এডিনবরা, নিউইয়র্ক, ডেনমার্ক, টোকিওসহ দেশ-বিদেশের মোট বারোটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি সম্মানিত হয়। এই ছবি তৈরিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খরচ হয়েছিল। কিন্তু প্রথম শুধু ভারতেই এই ছবির টিকিট বিক্রি হয়েছিল বেশি। বিদেশেও প্রচুর টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। যদিও সত্যজিৎ বা অন্যান্য কলাকুশলী ওই লভ্যাংশ থেকে এক পয়সাও পাননি।

সত্যজিৎ বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন মূলত চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে। 'পথের পাঁচালী' ছবিটি তার প্রকৃষ্ট উহাদরণ। জীবনে আঠাশটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি বানিয়েছেন সত্যজিৎ।পাঁচটি তথ্যচিত্র ও তিনটি দূরদর্শন চিত্র। চল্লিশটি শঙ্কু কাহিনী, উনচল্লিশটি ফেলুদা কাহিনী আর একানব্বইটি গল্প লিখেছেন। তা ছাড়া অনুবাদ, আত্মজীবনী তো আছেই। অপু ট্রিলজি ছাড়াও 'মহানগর,' নায়ক,' 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'গণশত্রু', শাখা প্রশাখা' ইত্যাদি ছবি এখ-একটি মাইল স্টোন। সিনেমা তৈরির জন্যই ভূষিত হয়েছেন 'অস্কার' সম্মানে। লিজিয়ন অব অনার, ভারতরত্ন ছাড়াও পেয়েছেন দেশ বিদেশির বিভিন্ন স্বীকৃতি। বাংলা ছবির ভাবনাকে সত্যজিৎই প্রথম বদলে দিয়েছিলেন।

কে জানত অভাব-অনটন, দুঃখদারিদ্রের মধ্যে বড় হওয়া সত্যজিৎ একদিন বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা হবেন? কে-ই বা জেনেছিল ফেলুদা শঙ্কু প্রমুখ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ছোটদের মনোজগতে অমর হয়ে থাকবেন? কে জানত তাঁর সৃষ্টি সঙ্গীত 'সঙস্ অফ রে' নামে বিখ্যাত হবে? কে ইবা জেনেছিল গড়পারের সেই আড়াই বছর বয়সে পিতৃহারা ছোট্ট শিশুটি একদিন 'স্কার বিজয়ী ভারতরত্ন' হবেন। চিত্র থেকে চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র থেকে সাহিত্য, ক্যালিগ্রাফি-কোরিওগ্রাফি, সঙ্গীত সবকিছুতেই তাঁর অবদান শীর্ষে। শুধু বাংলার নন, ভারতের গর্ব তিনি। বাঙালি হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বাঙালির অন্তর পথে পাঁচালি।

(লেখক কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

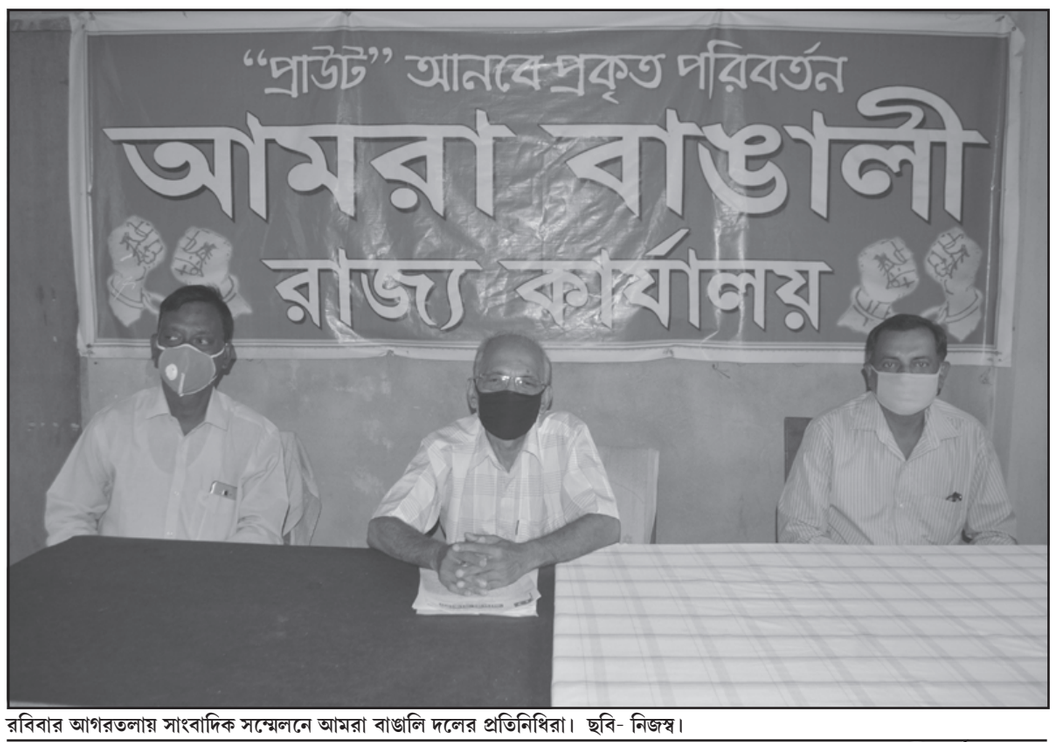

রবিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা বাঙালি দলের প্রতিনিধিরা। ছবি- নিজস্ব।

অসমের করোনা-যোদ্ধাদের কুর্নিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর, আকাশপথে পুষ্পবর্ষণ, বেজেছে ব্যান্ড

গুয়াহাটি, ৩ মে (হি.স) : সিদ্ধান্ত মতোই রবিবার আকাশপথে পুস্পবৃষ্টি, যুদ্ধযানের আলো জ্বালানো, স্থলবাহিনীর ব্যান্ড বাজানো-সহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করোনা-যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে অতিমারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ দেশের চিকিৎসক নার্স-সহ অন্য চিকিৎসা কর্মীদের আজ আকাশপথে পুষ্পবর্ষণ করে অভিবাদন জানিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। এছাড়া হাসপাতাল চত্বরে সংশ্লিষ্টদের কুর্নিশ জানানো হয়েছে 'সারে জাহা সে হিন্দুস্তা হামারা...' গানের সুরে ব্যান্ড বাজিয়ে। ডাক্তার নার্স-সহ অন্য চিকিৎসা কর্মীরাও হাত তুলে করতালি দিয়ে প্রতি-অভিবাদন জানিয়েছেন সেনা বাহিনীকে।

মানবসেবার ব্রত নিয়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম চালানোর জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের করোনা-যোদ্ধাদের রবিবার সকাল ১০টায় ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বর্ষণ করে অভিবাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকাল দশটায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং সাড়ে দশটায় মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের করোনা-যোদ্ধাদের কুর্নিশ জায়িয়েছেন সেনারা। হাসপাতালের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা কর্মীরাও হাত তুলে করতালি দিয়ে প্রতি-অভিবাদন জানিয়েছেন সেনা বাহিনীকে।

কেবল হাসপাতালেই নয়, করোনা-যোদ্ধাদের অভিবাদন জানাতে গুয়াহাটির দিশপুরে জনতা ভবন (রাজ্য সচিবালয়)-এর ওপরও একইভাবে বায়ুসেনা হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বর্ষণ করেছে।

এদিকে আকাশপথ থেকে যখন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই হাসপাতাল ও জনতা ভবনে করোনা-যোদ্ধাদের ব্যান্ড বাজিয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছেন সেনা জওয়ানরা। অভিবাদন কার্যসূচিতে ভারতীয় স্থল সেনা, নৌ সেনা এবং বায়ু সেনাবাহিনী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত, গতকাল (শুক্রবার) দিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ এবং তিন বাহিনীর প্রধানদেব উপস্থিতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিঙের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের ২৩টি কোভিড-১৯ হাসপাতালের উপর করোনা-সৈনিকদের জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ আকাশমার্গ থেকে পুস্পবৃষ্টি, যুদ্ধযানের আলো জ্বালানো, ব্যান্ড বাজানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করোনা-যোদ্ধাদের অভিবাদন জানিয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী।

লক ডাউনের মাঝে জীবনদাযী ঔষুধ বাড়িতে পৌছে দিচ্ছে বীরভূম জেলা পুলিশ।

রামপুরহাট, ৩ মে (হি.স.) : লক ডাউনের মাঝে জীবনদাযী ওষুধ বাড়িতে পৌছে দিচ্ছে বীরভূম জেলা পুলিশ।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার আটলা গ্রামের বাসিন্দা উমা বাবু (নাম পরিবর্তিত)। বহুদিন ধরেই তিনি এক মারণ রোগে আক্রান্ত। আর সেজন্য নিয়মমাফিক প্রতিষেধকও তাকে নিতে হয়। নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধের কারণে সেই প্রয়োজনীয় ওষুধ শেষ হয়ে গেলেও তিনি তা যোগাড় করতে পারছিলেন না। ওষুধটি এমনই ছিল যা সংগ্রহ করতে প্রেসক্রিপশনে উল্লেখিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য। ঘটনাচক্রে উমাবাবু পুরো বিষয়টি বীরভূম জেলা পুলিশের স্পেশাল কন্টোল রুম নম্বরে জানান। তৎক্ষণাৎ পুলিশ কন্টোল রুম থেকে খবর পাঠানো হয় রামপুরহাটের আই. সি. এবং এস.ডি.পি.ও. কে। ওনারা খবর পাওয়া মাত্র সেই রাতেই চলে যান উমা বাবুর বাড়ি।রামপুরহাটের এস.ডি.পি.ও. সৌমজিৎ বড়ুয়া ঐ ওষুধটি জোগাড় করে দেওয়ার ব্যাপারে উমাবাবুকে পুরোপুরি আশ্বাসও দিয়ে আসেন।

প্রসংগত জীবনদায়ী এই ওষুধটি আর পাঁচটা ওষুধের মত সহজলভ্য ছিল না। এই ওষুধ যে কেউ নিতে গেলেও তা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। সেই জন্য পুলিশের তরফ থেকে উমা বাবুর পরিচয় পত্র সহ উনার সম্মতি দান পত্র তৈরি করে পরেরদিন সকালেই কলকাতায় পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয় যারা ওষুধটি সংগ্রহ করে ২৪ ঘন্টার আগেই উমা বাবুর কাছে তা পৌঁছে দেয়।

বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, 'উমা বাবু এখন সুস্থ আছেন। উমা বাবুর মতো প্রৌঢ় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরে গর্বিত বীরভূম জেলা পুলিশ।'

একই রকম ভাবে বোলপুরের ভুবনডাঙ্গা, সুকান্তপল্লীর বাসিন্দা রাম বাবু(নাম পরিবর্তিত) ।তার নার্ভের ওষুধ কোথাও না পেয়ে বীরভূম জেলা পুলিশের স্পেশাল কন্টোলরুমে জানালে বোলপুর থানার আই.সি রাম বাবুর কাছ থেকে প্রেসক্রিপশন সহ প্রয়োজনীয় পরিচয় পত্র সংগ্রহ করে এবং উপযুক্ত সম্মতি দানপত্র বানিয়ে প্রেসক্রিপশনে উল্লেখিত ওষুধটি কলকাতা থেকে এনে তার কাছে পৌঁছে দেয়।

বীরভূম জেলা পুলিশ এই লকডাউনের মাঝে এরকম কয়েকশো মানুষ কে ওষুধ সরবরাহ করেছে।

লকডাউনকে কার্যকরী করতে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের উদ্যোগ

ডায়মন্ড হারবা, ৩ মে (হি. স.): ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক দক্ষিণ ২৪ পরগনামে রেড জোন বলে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি সরকার ও এই লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়েছে। আগামী ১৭ ই মে পর্যন্ত লকডাউনকে বাড়ানো হয়েছে। কিছু মানুষ সেই সরকারি নির্দেশিকা না মেনে রাস্তায় বেরচ্ছেন। রবিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন থানা এলাকায় এই লকডাউনকে সফল করার জন্য রাস্তায় নামলো পুলিশ। মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হওয়া থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়ার অপরাধে এদিন মোট ৬৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানা, ডায়মন্ড হারবার থানা সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি জায়গায় করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তবু এলাকার মানুষ সরকারি নিষেধাজ্ঞা না মেনে বাড়ির বাইরে কারণে অকারণে বেড়িয়ে পড়ছেন। ইতিমধ্যেই এই জেলাকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে কেন্দ্রে র তরফ থেকে। বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের সময়সীমাও। মানুষ সরকারি নির্দেশিকা না মানলে এলাকায় করোনা সংক্রমণ আরও বৃদ্ধি পাবে। বারে বারে প্রচার করে কোন লাভ ই হচ্ছে না। আর সংক্রমণ বাড়তে থাকলে আবারও বাড়বে লকডাউন। আর তাই এবারের তৃতীয় দফার লকডাউন যাতে এলাকার মানুষ মেনে চলেন সেই কারণে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তরফ থেকে। ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডের নির্দেশে এদিন সকাল থেকেই এই পুলিশ জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে এলাকার সমস্ত বাজার গুলিতে পরিদর্শন করে পুলিশ.। মানুষজন যাতে লকডাউনের এই নির্দেশিকা মেনে চলাচল করেন সেই বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে। এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার ভোলানাথ পান্ডে বলেন, "লকডাউনকে কার্যকরী করে এলাকার মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা বজায় রাখা হবে। বিভিন্ন ভাবে সচেতনতামূলক প্রচার করেও কিছু মানুষ সরকারি নিষেধ মানছেন না।এরকমই ৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃতীয় দফার লকডাউন যাতে এলাকায় ভালোভাবে পালিত হয় সেদিকে পুলিশ নজর রাখছে "।

লক ডাউনের জেরে আর্থিক সংকটে রাজ নগরের শোলা শিল্পীরা

রাজনগর, ৩ মে (হি.স.) : করোনা ঠেকাতে দেশে চলছে লক ডাউন। এর ফলে ঘরবন্দি মানুষ। এই অবস্থায় আর্থিক সংকটে পড়েছেন জেলা বীরভূমের প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরের মালীপাড়ার শোলা শিল্পীরা। তাঁদের তৈরি পুজোর চাঁদমালা, বিয়ের শোলার টোপর কোনো কিছুই বিক্রি হচ্ছে না এখন। তাঁদের এই কুটির শিল্পের ওপরেই জীবন-জীবিকা চলে আসছে বংশপরম্পরায়।

শোলা শিল্পের কাঁচামাল হলো শোলা। মাঠে-ঘাটে-নদীর ধারে জলাভূমিতে জন্মায়। এ রাজ্য ছাড়াও শোলা আসে বিহারের পাটনা থেকে। সেগুলো ছুরি দিয়ে চেঁছে কেটে কাজের উপযোগী করে নেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে রঙিন কাগজ। এই শোলা আর রঙিন কাগজ নিয়েই শোলা শিল্প। শিল্পীদের পরিবারের মহিলারাও হাত লাগান এ কাজে। রঙিন কাগজ নিয়ে কাজ করলেও শোলা শিল্পীদের জীবন কিন্তু রঙিন না হয়ে এখন ফ্যাকাশে। জেলা ও জেলার বাইরে থেকেও জিনিসের অর্ডার আসতো। এখন সব বন্ধ।

মালী পাড়ার তিন জন শিল্পীর সরকারি ভাবে শোলা শিল্পী হিসেবে সরকারি পরিচয়পত্র আছে। অনেকের দোকান রয়েছে বাজারে। বিয়ে থেকে শুরু করে বিভিন্ন পালা-পার্বণে চাঁদমালা, মুকুট, বিয়ের টোপর তৈরি করেন এইসব শিল্পীরা। এছাড়া মুসলিম পর্ব মহরমের সময় রাজনগর মালীপাড়ার এই হিন্দু শোলা শিল্পীরাই তৈরি করেন রঙ-বেরঙের তাজিয়া। এভাবেই এই শোলা শিল্পকে ঘিরে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক লেনদেন।

কিন্তু লকডাউনের জেরে সব রকম বিক্রি বন্ধ। এই অবস্থায় আর্থিক সংকটে পড়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে শোলা শিল্পী নেপাল মালাকার, বিশ্বেশ্বর মালাকার, বাবলু মালাকার, অশোক মালাকাররা জানালেন, 'লকডাউনের ফলে চরম সংকটে আমরা। কাঁচ মাল ও আসে না। আর তৈরি করলেও বিক্রি নেই। ফলে চরম আর্থিক সংকটে পেরেছি আমরা।'

করোনা : লালার সফাইকর্মীদের সংবর্ধনা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

লালা (অসম), ৩ মে (হি.স.) : করোনা-যুদ্ধের অন্যতম নায়ক, স্বচ্ছতার বজায় রাখতে লড়াই করে যাওয়া লালা পুরসভার সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জানালো হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। রবিবার লালা সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁদের আভিনন্দন জানান জাগরণ মঞ্চের পদাধিকরী ও নানা স্তরের কার্যকর্তা।

এ উপলক্ষ্যে রবিবার লালা পুরসভা চত্বরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালা পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার জ্যোতির্ময় দৈমারি, লালার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পুলক নাথ, লেখক আশিস রঞ্জন নাথ প্রমুখ। উপস্থিত জাগরণ জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি পান্না নাথ, মঞ্চের দক্ষিণ অসম প্রান্ত সভাপতি রণজয় নাথ, লালা প্রখণ্ডের কার্যকর্তা টিটু দাস, রাজেশ নাথ, শম্ভু নাথ, অরূপ সাহা, অলক পাল, চিরঞ্জিত নাথ, মিঠন পাল, অরূপ নাথ এবং বিশিষ্টজন।

এই অনুষ্ঠানে এদিন প্রথমে লালা পুরসভার পাঁচ জন সাফাই কর্মী ও চার জন ড্রাইভারকে প্রথমে মালা ও গামছা পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। জাগরণ মঞ্চের তরফে তাঁদের হাতে মানপত্র তুলে দেন জ্যোতির্ময় দৈমারি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে জাগরণ মঞ্চের জেলা সভাপতি পান্না নাথ বলেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত করতে গোটা দেশে লকডাউন চলছে। কিন্তু এই লকডাউনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের কথা চিন্তা না করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন লালা পুরসভার সাফাই কর্মীরা।

দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁরা। সব বর্জ্য পরিষ্কার করে বেঁচে থাকার স্বচ্ছ পরিবেশ ধরে রাখতে সাফাই কর্মীদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাই সাফাই কর্মীদের সম্মান জানিয়ে তাঁদের এই অবদানকে কুর্নিশ জানান পান্না নাথ।এক্সিকিউটিভ অফিসার জ্যোতির্ময় দৈমারি বলেন, সাফাই কর্মীরা যেভাবে প্রতিনিয়ত সেবার মনোভাব নিয়ে সমাজের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন সেটা মুখে বলে শেষ করা যাবে না। সমাজের স্বার্থে সাফাই কর্মীদের অবদান সর্বপরি। সাফাই কর্মীদের অবদানের কথা মনে রেখে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ যে ভাবে এগিয়ে এসেছে এর জন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

এন্টালী থানার তরফে জীবাণুমুক্ত শরৎ ঘোষ রোড

কলকাতা, ৩ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। করোনা মোকাবিলায় দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন।তবে করোনা সংক্রমণ এড়াতে তৎপর প্রশাসন। আর এবার করোনা মোকাবিলায় রাস্তাঘাট জীবাণুমুক্ত করার কাজে নামল কলকাতা পুলিশ। রবিবার এন্টালী থানার তরফে জীবাণুমুক্ত করা হল শরৎ ঘোষ রোড

। করোনা মোকাবিলায় মানবিক রূপ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কখনও গান করে আবার কখনও শাসন করে কখনও বা দুস্থদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে মানবিক রূপ নিয়ে শহরবাসীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ।ইতিমধ্যেই করোনা মোকাবিলায় জীবাণুমুক্তকরণ এর কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা, দমকলের তরফে।আর এবার করোনা মোকাবিলায় রাস্তাঘাট জীবাণুমুক্ত করছে কলকাতা পুলিশও। এদিন শরৎ ঘোষ রোডে রাস্তা, গাছ জীবাণুমুক্ত করা হয় এন্টালী থানার পুলিশের তরফে।

করোনা-যোদ্ধাদের কুর্নিশ সেনাবাহিনীর, অসমের আকাশপথে পুষ্পবর্ষণ, বেজেছে ব্যান্ড

বাকসা (অসম), ৩ মে (হি.স) : সিদ্ধান্ত মতোই রবিবার আকাশপথে পুস্পবৃষ্টি, যুদ্ধযানের আলো জ্বালানো, স্থলবাহিনীর ব্যান্ড বাজানো-সহ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করোনা-যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে অতিমারি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ দেশের চিকিৎসক নার্স-সহ অন্য চিকিৎসা কর্মীদের আজ আকাশপথে পুষ্পবর্ষণ করে অভিবাদন জানিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। এছাড়া হাসপাতাল চত্বরে সংশ্লিষ্টদের কুর্নিশ জানানো হয়েছে 'সারে জাহা সে হিন্দুস্তা হামারা...' গানের সুরে ব্যান্ড বাজিয়ে। ডাক্তার নার্স-সহ অন্য চিকিৎসা কর্মীরাও হাত তুলে করতালি দিয়ে প্রতি-অভিবাদন জানিয়েছেন সেনা বাহিনীকে।

মানবসেবার ব্রত নিয়ে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম চালানোর জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের করোনা-যোদ্ধাদের রবিবার সকাল ১০টায় ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বর্ষণ করে অভিবাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সকাল দশটায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং সাড়ে দশটায় মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালের করোনা-যুদ্ধাদের কুর্নিশ জায়িয়েছেন সেনারা। হাসপাতালের নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা কর্মীরাও হাত তুলে করতালি দিয়ে প্রতি-অভিবাদন জানিয়েছেন সেনা বাহিনীকে।

কেবল হাসপাতালেই নয়, করোনা-যোদ্ধাদের অভিবাদন জানাতে গুয়াহাটির দিশপুরে জনতা ভবন (রাজ্য সচিবালয়)-এর ওপরও একইভাবে বায়ুসেনা হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বর্ষণ করেছে। এদিকে আকাশপথ থেকে যখন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই হাসপাতাল ও জনতা ভবনে করোনা-যোদ্ধাদের ব্যান্ড বাজিয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছেন সেনা জওয়ানরা। অভিবাদন কার্যসূচিতে ভারতীয় স্থল সেনা, নৌ সেনা এবং বায়ু সেনাবাহিনী যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেছে।প্রসঙ্গত, গতকাল (শুক্রবার) দিল্লিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ এবং তিন বাহিনীর প্রধানদেব উপস্থিতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিঙের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশের ২৩টি কোভিড-১৯ হাসপাতালের উপর করোনা-সৈনিকদের জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ আকাশমার্গ থেকে পুস্পবৃষ্টি, যুদ্ধযানের আলো জ্বালানো, ব্যান্ড বাজানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে করোনা-যোদ্ধাদের অভিবাদন জানিয়েছে ভারতীয় সেনা বাহিনী।

লকডাউনকে কার্যকরী করতে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের উদ্যোগ

ডায়মন্ড হারবা, ৩ মে (হি. স.): ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক দক্ষিণ ২৪ পরগনামে রেড জোন বলে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি সরকার ও এই লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়েছে। আগামী ১৭ ই মে পর্যন্ত লকডাউনকে বাড়ানো হয়েছে। কিছু মানুষ সেই সরকারি নির্দেশিকা না মেনে রাস্তায় বেরচ্ছেন। রবিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন থানা এলাকায় এই লকডাউনকে সফল করার জন্য রাস্তায় নামলো পুলিশ। মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হওয়া থেকে শুরু করে অপ্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়ার অপরাধে এদিন মোট ৬৮ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানা, ডায়মন্ড হারবার থানা সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি জায়গায় করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তবু এলাকার মানুষ সরকারি নিষেধাজ্ঞা না মেনে বাড়ির বাইরে কারণে অকারণে বেড়িয়ে পড়ছেন। ইতিমধ্যেই এই জেলাকে রেড জোন ঘোষণা করা হয়েছে কেন্দ্রে র তরফ থেকে। বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের সময়সীমাও। মানুষ সরকারি নির্দেশিকা না মানলে এলাকায় করোনা সংক্রমণ আরও বৃদ্ধি পাবে। বারে বারে প্রচার করে কোন লাভ ই হচ্ছে না। আর সংক্রমণ বাড়তে থাকলে আবারও বাড়বে লকডাউন। আর তাই এবারের তৃতীয় দফার লকডাউন যাতে এলাকার মানুষ মেনে চলেন সেই কারণে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার তরফ থেকে। ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডের নির্দেশে এদিন সকাল থেকেই এই পুলিশ জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে এলাকার সমস্ত বাজার গুলিতে পরিদর্শন করে পুলিশ.ন। মানুষজন যাতে লকডাউনের এই নির্দেশিকা মেনে চলাচল করেন সেই বার্তা দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে। এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার ভোলানাথ পান্ডে বলেন, "লকডাউনকে কার্যকরী করে এলাকার মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা বজায় রাখা হবে। বিভিন্ন ভাবে সচেতনতামূলক প্রচার করেও কিছু মানুষ সরকারি নিষেধ মানছেন না।এরকমই ৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তৃতীয় দফার লকডাউন যাতে এলাকায় ভালোভাবে পালিত হয় সেদিকে পুলিশ নজর রাখছে "।

করোনার থাবা পিয়ারলেসের দুই চিকিৎসকের শরীরে

কলকাতা, ৩মে (হি. স.): ফের করোনার থাবা দুই চিকিৎসকের শরীরে। পিয়ারলেস হাসপাতালের চিকিৎসকের দেহে মিললো করোনা সংক্রমণ। ওই দুই চিকিৎসকের একজন পিয়ারলেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং অন্যজন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন।

রবিবার বছর চল্লিশের ওই দুই চিকিৎসকের দেহে করোনার সংক্রমণ মেলে। এর পরই তড়িঘড়ি একজন চিকিৎসককে রাখা হয় পিয়ারলেস হাসপাতালেই। অপর জন যান হোম আইসোলেশনে। হাসপাতাল সূত্রে খবর এই দুই চিকিৎসকের মধ্যে একজন করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা করছিলেন এবং অপরজন অন্যভাবে ডিউটি করছিলেন। তবে এই দুই চিকিৎসকরা হাসপাতাল থেকেই সংক্রমিত হয়েছেন নাকি অন্য কোথাও থেকে সংক্রমিত হয়েছেন সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট হয়নি। চিকিৎসকদের সংক্রমিত হওয়ার বিষয়ে হাসপাতাল ধন্ধে রয়েছে কারণ ওই দুই চিকিৎসক বাড়ি থেকে হাসপাতালে যাতায়াত করছিলেন।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই দুই চিকিৎসকের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। যদিও পেয়ারলেস হাসপাতালে যে চিকিৎসক চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁর ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা রয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও পিয়ারলেস হাসপাতাল এ দুজন স্বাস্থ্যকর্মী ও দুজন চিকিৎসক করোনায় সংক্রমিত হয়ে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি রয়েছেন। এই মুহূর্তে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে মোট ৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের সকলের অবস্থায় স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি কারা নতুন করে সংক্রমিত দুই চিকিৎসকের সংস্পর্শে এসেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। এই তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে কথা বলা হবে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে।

রবিবার আগরতলা সদর কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে।

আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'—এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'—এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড—১৯—কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়ারেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'—এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড—১৯—এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

ভাগাভাগিতেই জীবনের আসল সুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও।" এ কথাটা মনে হয় পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন তরুণ খ্রিস্টোফারের কানে। ধনী পরিবারের মেধাবী ছেলেটা পড়াশোনা শেষ করে একদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান, সুখের সন্ধানে। কাউকে কিচ্ছুটি বলেন না, সঙ্গে একটা ডলারও নেন না, বরং যা জমা করেছিলেন, তা দাতব্য সংস্থাকে দিয়ে যান।বাড়ি থেকে বহুদূরের পরিত্যক্ত এক বাসে ঠাঁই নেন খ্রিস্টোফার। যাত্রাপথের বিভিন্ন মানুষ আর অভিজ্ঞতা তাঁকে শেখায়, জীবনে সুখের জন্য টাকা নয়, ভালোবাসাটাই মূল। ধনী পরিবারে বেড়ে উঠলেও ভালোবাসার বড় আকাল ছিল সেখানে। ছিল শুধু অশ্রদ্ধা, অসম্মান আর সংঘাত। সুখের সন্ধান পেয়ে যার পরনাই খুশি তিনি। মনস্থির করেন বাড়ি ফিরে যাওয়ার। সবার সঙ্গে ভালোবাসা ভাগাভাগি করে নেওয়ার।

কিন্তু ভাগ্য সহায় হয় না। আসার সময় যে নদী বরফে শক্ত হয়ে ছিল, তা খরস্রোতা পানিতে ভরে যায়। আটকা পড়ে যান খ্রিস্টোফার। খেয়ে ফেলেন এক বিষাক্ত ফল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিনি লিখে যান, 'সবকিছু ভাগাভাগি করে নেওয়াতেই জীবনের আসল সুখ।' খ্রিস্টোফারের একেবারে বিপরীত আর্থসামাজিক অবস্থায় বাস কিশোর উইলিয়ামের। আফ্রিকার দরিদ্র দেশ মালাবির প্রত্যন্ত এক গ্রামে থাকে সে। তার পরিবারে টাকা নেই, তবে ভালোবাসা আছে। দারিদ্র্যের কঠিন দিনগুলো একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা আছে। বন্যা আর খরায় ফসল হয় না। খেয়েপরে বেঁচে থাকাটা যখন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তখন বেতন দিতে না পেরে পড়াশোনাটাই বন্ধ হয়ে যায় উইলিয়ামের। কিন্তু এই কিশোর চায়, পরিবারকে কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে। অভাবে পড়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে পটিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বই ঘেঁটে ঘেঁটে বের করে ফেলে উইন্ডমিল বানানোর কৌশল।

উইন্ডমিলের ছোট্ট একটা নমুনা বানায় উইলিয়াম। বাবাকে দেখিয়ে বলে, 'তোমার জন্য আমি পানি এনে দিতে পারব! অভাব-দারিদ্র্যে দিশেহারা বাবা ছেলের কথা কানে তোলেন না। এরপর ছেলে যখন সত্যিকারের উইন্ডমিল বানানোর জন্য বাবার সাইকেলটা চেয়ে বসে, বাবা রেগে আগুন হয়ে যান। মা পাশে দাঁড়ান। স্থানীয় সব উপকরণ দিয়ে উইলিয়াম সত্যিকারের উইন্ডমিল বানিয়ে ফেলে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পায় পানি। যে পানিতে ধূসর মাটি হয়ে যায় চাষযোগ্য। সবুজে ভরে ওঠে চারপাশের ফসলের জমি। কিশোরের এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে মালাবির গ্রাম থেকে গ্রামে। এমনকি আশপাশের দেশেও।ভারতের দরিদ্র ও রক্ষণশীল সমাজে বড় হওয়া যুবক লক্ষ্মী চৌহানের কাছে সুখ একটু অন্য রকম। স্ত্রীকে তিনি বড্ড ভালোবাসেন। স্ত্রীকে নিয়ে সুখে থাকতে চান। কিন্তু মাসের কয়টা দিন মাসিক নিয়ে স্ত্রীকে অনেক কষ্ট সইতে হয়। এই সময়টায় সুখ না হোক, একটু স্বস্তি দিতে কাঠখড় পুড়িয়ে প্যাড বানান তিনি। অল্প দামের, যেন সব নারীই ব্যবহার করতে পারেন। কুসংস্কার আর অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতি পেছনে ফেলে তাঁরা সুরক্ষিত থাকতে পারেন।পুরুষ হয়ে নারীর সুখ-স্বস্তি, তা—ও আবার মাসিক বা প্যাডের মতো অনুচ্চারিত বিষয় নিয়ে কাজ করায় লক্ষ্মী চৌহানকে লোকের কটু কথা শুনতে হয়। হাসিঠাট্টা চলে হরহামেশা। কিন্তু কিছুই দমাতে পারে না তাঁকে। মানুষের উপকারে আসা আবিষ্কার হিসেবে স্বীকৃতি মেলে তাঁর। পেয়ে যান রাষ্ট্রীয় সম্মাননাও।লক্ষ্মী চাইলেই তাঁর মেশিন ও কৌশলটা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেচে দিতে পারতেন। বিনিময়ে অনেক টাকা পেতেন। আরাম-আয়েশে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তিনি চান, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র নারীরা এই প্রযুক্তি দিয়ে নিজেরাই প্যাড বানিয়ে বিক্রি করুক। এতে নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হলো, আবার স্বাস্থ্যের দিক থেকেও সুরক্ষিত থাকল। এই ভাগাভাগিতেই তাঁর সুখ।

ইনটু দ্য ওয়াইল্ড-এর খ্রিস্টোফার, দ্য বয় হু হার্নেসড দ্য উইন্ড-এর উইলিয়াম আর প্যাডম্যান-এর লক্ষ্মী সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে বানানো তিনটি সিনেমার চরিত্র। তারা অনায়াসে মানুষের চিরাচরিত সুখের সংজ্ঞাটা বদলে দিতে পারে। এমন দুর্যোগের দিনে তো সেই সম্ভাবনা আরও প্রবল।

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিট 'এক্সট্র্যাকশন'

নেটফ্লিক্সের ইতিহাসে এর আগে এক সপ্তাহে কোনো ছবি এতবার দেখা হয়নি! 'ডেইলি মেইলের' প্রতিবেদন অনুসারে, সাত দিনে 'এক্সট্র্যাকশন' পৌঁছে গেছে ৯ কোটি পরিবারের কাছে। আর নেটফ্লিক্সের কোনো চলচ্চিত্রের জন্য এক সপ্তাহে এখন পর্যন্ত এটিই সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

ধারণা করা হচ্ছে, সময়ের সঙ্গে এই ছবি আরও বড় ব্লকবাস্টার হিট করবে।এই ছবির প্রধান অভিনেতা 'থর'খ্যাত ক্রিস হেমসওর্থ ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের, প্রযোজক রুশো ভাইদের ও পরিচালক স্যাম হারগেভকে একের পর এক ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করছেন, ভিডিও দিচ্ছেন।

৩৬ বছর বয়সী এই 'টেইলর রেক' ইনস্টাগ্রামে লেখেন, 'কী দারুণ ব্যাপার। ''এক্সট্র্যাকশন'' নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার প্রিমিয়ার। এই ৯ কোটি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। ছবিটি থেকে যে সাড়া পেলাম, তাতে আমি ধন্য। আপনি যদি এখনো ছবিটি দেখে না থাকেন, তবে এখনই দেখুন।'

এরপর একটি ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়ে ''এক্সট্র্যাকশন'' এখন নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে বড় হিট ছবি। আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই।

সবাইকে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের ভালোবাসি।' অন্যদিকে এই সিনেমার আরেক ভারতীয় অভিনেতা ক্রিস হেমসওর্থের পোস্ট শেয়ার করে ছোট করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এক্সট্র্যাকশন' মুক্তির আগেই নানা কারণে আলোচনায় ছিল। ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয়, ক্রিসের ভাষায়, 'ওয়ার্লটক'। ভুল উচ্চারণের বাংলা ভাষা, ঢাকা ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ভুলভাবে উপস্থাপন, কোনো বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী না থাকা, ঢাকার ব্যাকড্রপে বানানো হলেও ঢাকায় শুটিং প্রায় হয়নি বললেই চলে, আজগুবি গল্পএসব নানা কারণে বাংলাদেশি দর্শক কর্তৃক ব্যাপক সমালোচিত হয় 'এক্সট্র্যাকশন'। অন্যদিকে, নেটফ্লিক্সে এই মুহূর্তে যে সিরিজটি সবচেয়ে বেশি স্ট্রিমিং হচ্ছে তার নাম 'নেভার হ্যাভ আই এভার'।

এই সিরিজের মূল চরিত্র একজন ভারতীয়-মার্কিন কিশোরী।

করোনাকালে সন্তান পালন নিয়ে জোলির চিঠি

নিখুঁত নয়, সন্তানেরা চায় আপনি অকপট হবেন

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি হলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী। একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসহ নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আবার রুপালি পর্দার গণ্ডির বাইরে এসে নিজেকে তিনি মানবতার সেবায় যুক্ত করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের প্রতি সমমর্মিতা জানাতে বাংলাদেশেও এসেছিলেন। নতুন করোনাভাইরাসের মহামারির এ সময়ে বিশ্বের লক্ষকোটি শিশু এখন ঘরবন্দী। তাদের এবং লক্ষকোটি মা-বাবার জন্য সময়টা কঠিন, দুর্বিষহ। এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বাবা-মায়েদের কাছে জোলি একটি চিঠি লিখেছেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম ম্যাগাজিন-এ। নিজের মা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা থেকে জোলি যা লিখেছেন, তা বাবা-মায়েদের নতুন দিশা দেখাতে পারে।

আমি আপনাদের কথা ভাবছি। আমি কল্পনা করতে পারি, দিনগুলো পার করার জন্য আপনারা প্রত্যেকে কী কঠিন চেষ্টা করছেন। আপনার ভালোবাসার ধনদের এ সময়টা পাড়ি দেওয়ার পথ দেখাতে আপনারা কতটা উদ্‌গ্রীব, তা আমি বুঝি।

আপনাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আমি বুঝি। বুঝি, কীভাবে আপনারা দিন পেরোনোর নানা পরিকল্পনা করছেন। ভেতরে-ভেতরে কখনো যখন আপনারা ভেঙে পড়তে নিচ্ছেন, তখনো তাদের জন্য কীভাবে আপনারা হাসিমুখে

থাকছেন, তা আমি বুঝি। আমি যৌবনে খুব ধীরস্থির ছিলাম না। আসলে আমি কখনো ভাবিনি যে কারও মা হব। যখন মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই সময়ের কথা আমার মনে আছে। ভালোবাসাটা কঠিন কিছু ছিল না। কারও প্রতি এবং নিজের জীবনের চেয়ে বড় কোনো কিছুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাটা কঠিন কিছু ছিল না।

কঠিন যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা জানা যে সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে, তা এখন থেকে আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে। সবকিছু সামাল দিতে হবে এবং সচল ও কার্যকর রাখতে হবে। খাওয়াদাওয়া, স্কুল আর চিকিৎসা থেকে শুরু করে যা কিছু সামনে আসবে, সবকিছু। আর আমার ধৈর্য অটুট রাখতে হবে।

আমি বুঝলাম, আমি নিরন্তর দিবাস্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বরং যখন যা কিছু করছি বা ভাবছি, নিমেষে তা ছেড়ে উঠে কোনো একটা চাহিদা মেটানোর জন্য আমি সর্বক্ষণ তৈরি থাকছি। এই নতুন গুণটি আমাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে।তাই এখন বিশ্বজোড়া এই মহামারির মধ্যে আমি ঘরবন্দী সন্তানদের সব মা ও বাবার কথা ভাবছি। সেই বাবা—মায়েরা, যাঁরা সবাই সবকিছু ঠিকমতো করতে পারবেন বলে আশা করছেন। আশা করছেন, তাঁরা সব প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং শান্ত ও আশাজাগানিয়া হয়ে থাকতে পারবেন। ইতিবাচক থাকতে পারবেন। এমনটা যে অসম্ভব, সেই বোধ আমাকে সাহায্য করেছে। এটা বড় চমৎকার একটা অনুধাবন যে সন্তানেরা আপনাদের নিখুঁত দেখতে চায় না। তারা শুধু চায়, আপনারা অকপট হবেন, সত্য আচরণ করবেন। আর আপনাদের যথাসাধ্য ভালোটুকু করবেন। আসলে আপনাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে নিজেদের সবল করে তোলার যত বেশি সুযোগ তারা পায়, ততই তারা শক্তপোক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।তারা আপনাদের ভালোবাসে। তারা আপনার সহায় হতে চায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বিষয়টা একযোগে একটা দল গড়ার। এক দিক থেকে দেখলে তারাও কিন্তু আপনাদের বড় করে তুলছে। আপনারা একসঙ্গে বেড়ে উঠছেন।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের। ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

মা হবেন জিজি, বাবা জায়ান

মার্কিন সুপার মডেল জিজি হাদিদ মা হতে চলেছেন। কদিন ধরেই কানাঘুষা চলছিল। সম্প্রতি জিমি ফ্যালনের 'দ্য টুনাইট শো'তে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর নিশ্চিত করেন তিনি। দ্য হলিউড রিপোর্টারও নিশ্চিত করেছে এই খবর। ২৫ বছর বয়সী জিজির সন্তানের বাবা হতে চলেছেন প্রেমিক ২৭ বছর বয়সী ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী জায়ান মালিক। পাঁচ বছর ধরে প্রেম করছেন এই জুটি। শুরুতে লুকোচুরি খেললেও জিজির ওয়ালপেপারে জায়ানের ছবি ভাইরাল হয়। পরে অবশ্য উভয়েই স্বীকার করেন এই মন দেওয়া—নেওয়ার কথা। হাদিদ ফ্যালনকে বলেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের ভালোবাসার রংধনু

উঠতে যাচ্ছে। সবার ভালোবাসা আর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। সবকিছু ছাপিয়ে এখন আমি কেবল এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই। ঘরে থাকার জন্য এটা চমৎকার সময়।'

২০১৫ সাল থেকে প্রেম করেন হাদিদ আর ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের সদস্য জায়ান।

যদিও ২০১৮ সালে ঘোষণা দিয়ে তাঁরা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তবে গত বছর ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে জানান, সেসব মিটমাট করে আবার প্রেম করছেন তাঁরা। কিছুদিন আগেই এপ্রিলের ২৩ তারিখে ২৫তম জন্মদিনে জিজি হাদিদ প্রেমিক জায়ান ও ছোট বোন বেলা হাদিদের সঙ্গে কাটিয়েছেন। সেই বুমেরাং ভিডিও-ও পোস্ট করেছেন টু আর ফাইভ আকৃতির বেলুন হাতে নিয়ে।

এর আগে ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে কক্সবাজারের জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে যান জিজি হাদিদ। ইউনিসেফের আমন্ত্রণে তিনি এই সফর করেন। কক্সবাজার থেকে জামতলি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যাওয়ার পথে তিনি বেশ কিছু ছবি তুলে ইনস্টাগ্রামে পোস্টও করেন।

২০১৫ সালে ২১ বছর বয়সী জিজির জীবনে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে দু-দুবার। প্রথমে মার্কিন গায়ক ও অভিনেতা জো জোনাসের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। এরপর জিজির সম্পর্ক হয় অস্ট্রেলীয় সংগীতশিল্পী কডি সিম্পসনের সঙ্গে। কিন্তু সে সম্পর্কটিরও ইতি ঘটে সেই বছরেই। একই বছরে নতুন করে সম্পর্কে জড়ান জায়ান মালিকের সঙ্গে। ৫ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি উচ্চতার জিজি হাদিদ আড়াই বছর বয়স থেকেই শুরু করেন মডেলিং

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাস : বাংলাদেশে একদিনে শনাক্ত ৬৬৫,মৃতের সংখ্যা ১৭৭

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৩।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাস আরও দুজনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭৭ জনে। একই সময়ে আক্রান্ত হিসেবে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৬৬৫ জন। এতে দেশে ভাইরাসটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল নয় হাজার ৪৫৫ জনে। রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস বিষয়ক নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও পাঁচ হাজার ২১৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে আগের কিছু মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে পাঁচ হাজার ৩৬৮টি। সব মিলিয়ে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৮১ হাজার ৪৩৪টি। নতুন যাদের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে, তাদের মধ্যে আরও ৬৬৫ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এটি এখন পর্যন্ত একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের সংখ্যা। ফলে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নয় হাজার ৪৫৫ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও দুজন। এদের একজনের বয়স ১১ থেকে ২০ বছর, অপরজন ষাটোর্ধ। একজন নারায়ণগঞ্জের, অপরজন রংপুরের বাসিন্দা। ফলে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৭ জনে। আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৩ জন। গত শনিবারের বুলেটিনে জানানো হয়, বিগত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫২ জন। রবিবারের বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন নেয়া হয়েছে ৬৫ জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন এক হাজার ৬৩৭ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৬০ জন। এ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন এক হাজার ৮২ জন। রাজধানীসহ সারাদেশে আইসোলেশন শয্যা রয়েছে নয় হাজার ৬৩৮টি। তন্মধ্যে ঢাকায় তিন হাজার ৯৪৪টি এবং রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে আছে পাঁচ হাজার ৬৯৪টি। হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টাইনে নেয়া হয়েছে নয় হাজার ৮৭৪ জনকে। একই সময়ে কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড়া পেয়েছেন দুই হাজার ১৪৯ জন। সব মিলিয়ে ছাড়া পেয়েছেন এক লাখ ৯২ হাজার ৫৯২ জন। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৬৭ হাজার ৭৩৯ জন। করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকার এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয় বুলেটিনে।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। বাড়ছে মৃত্যুও। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। নিয়েছে আরও নানা পদক্ষেপ। যদিও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় খুলেছে পোশাক কারখানা। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা না গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে কি-না, তা নিয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞরা।

দিল্লির সংসদ ভবন সংস্কার নিয়ে কেন্দ্রকে খোঁচা অভিষেকের

কলকাতা, ৩মে (হি. স.): করদাতাদের টাকা দিয়ে দিল্লির লুটিয়েন্স সংসদ ভবন সংস্কার করছে কেন্দ্র। রবিবারে এক টুইট বার্তায় এভাবে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন সাংসদ তথা যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইট করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ' করদাতাদের ২০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে লুটিয়েন্স দিল্লির সংসদ ভবন সংস্কার করা নিয়ে বড়াই করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকা দিয়ে এক কোটি পঁচাশি লক্ষ মানুষের দুবেলার ৩০ টাকা করে খাবার যোগানো সম্ভব ছয় মাসের জন্য।' কেন্দ্র কে খোঁচা দিয়ে অভিষেক আর লেখেন, 'আসলে তাঁরা সংস্কার হওয়া চেম্বারে নিজেরা আইসোলেটেড থাকতে চায়। এটাই হতে পারে একমাত্র ব্যাখ্যা'।

বরাবরের মতো করোনার সংকটকালীন সময়েও রাজ্য-কেন্দ্রের তরজা অব্যাহত। রাজ্য কেন্দ্রের পাঠানো টাকা ও রেশন দ্রব্য নিয়ে দুর্নীতি করছে বলে যেমন সুর ছড়িয়েছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন। তেমনি কেন্দ্রের তরফে কোনও সাহায্য মিলছে না বলে বারবার সরব হয়েছে রাজ্য প্রশাসন। এর মধ্যেই দিল্লির সংসদ ভবন সংস্কার নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিউড়ি হাসপাতালকে জীবাণুমুক্ত করল দমকল বিভাগ

সিউড়ি, ৩ মে (হি.স.) : সিউড়ি হাসপাতালকে জীবাণুমুক্ত করতে এবার দমকল বিভাগকে কাজে লাগানো স্বাস্থ্য দফতর। এতদিন পুরসভার সাফাই কর্মীরা এবং হাসপাতালে সাফাই কর্মীরা যৌথভাবে ছোট ছোট আকারে হ্যান্ড স্প্রে মেশিন দিয়ে হাসপাতাল চত্বর জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে জীবাণুমুক্ত করার কাজ করছিল। কিন্তু গ্রীন জোন বীরভূমে করোনা পজিটিভ হওয়ার পর থেকেই জেলার তিনটি হাসপাতালকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে দমকল বিভাগকে কাজে লাগানো শুরু হল।

রবিবার ছুটির দিনে সকাল থেকেই সিউড়ি দমকল বিভাগের দুটি মেশিনকে কাজে লাগানো হল সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালের সমস্ত সীমানা এলাকা জুড়ে জীবাণুমুক্তকরণ এর কাজ শুরু হল। মেশিন দিয়ে হাসপাতালে সমস্ত বিভাগের মধ্যে জীবাণুমুক্তকরণ এর কাজ করা হয়। এছাড়াও রোগীদের বসার জায়গা আউটডোর নার্সিং কলেজ আইসোলেশন ওয়ার্ড সহ চার টি বিল্ডিং এ চলল জীবাণুমুক্ত করার কাজ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে এবার থেকে সপ্তাহে তিনদিন করে দমকল বিভাগের জলের ট্যাঙ্ক বড় স্প্রে মেশিন এনে সমস্ত হাসপাতাল চত্বরকে জীবাণুমুক্ত করা হবে।

সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা দিবসে বার্তা মমতার

কলকাতা, ৩ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে দেশ থেকে শহর। তবে এই আতঙ্কের মাঝেই রবিবার সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা দিবস। আর সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা দিবসে টুইট করে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "সমাজে তাঁদের অবদানের জন্য আমরা সাংবাদিকদের সম্মান করি। বাংলার সাংবাদিকদের উন্নয়নের স্বার্থে বহু উদ্যোগ নিয়েছে আমাদের সরকার"।

আরও একটি টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "বাংলায় আমাদের সরকার সাংবাদিক-সহ প্রথম সারির ঙ্খদ্রন্তুত্ম-১৯ কর্মীদের জন্য ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিমা সুরক্ষা দেওয়ার ঘোষণা করেছে। সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা দিবস"

ভিক্ষা করে দুস্থদের ত্রাণ দিলেন জয়দেবের কেন্দুলী গ্রামের সন্ন্যাসিনী

জয়দেব কেন্দুলি, ৩ মে (হি.স.) : নিজের বলতে যার কিছুই নেই দুবেলা ভিক্ষা করেই যার জীবন চলে। ছোট্ট আশ্রমে ঠাকুরের সংসার। এই লকডাউনের মাঝে তিনি ও দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। বীরভূমের জয়দেবের কেন্দুলী গ্রামে রয়েছে আনন্দমঠ সেবাশ্রমের বাউল সাধিকা অলকা গোস্বামী রবিবার ২৫০ জনের হাতে তুলে দিলেন খাদ্য সামগ্রী। এদিন নিজের আশ্রমে দাঁড়িয়ে ২৫০ জন মানুষকে চাল, ডাল, বিস্কুলবন, সরষে তেল ও আলু তুলে দেন সন্ন্যাসীনি।

গত এক মাস ধরে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোগাড় করেছেন চাল, আলপয়সা। তার আশ্রমে আসা যাওয়া করা ভক্তরা ও তার ডাকে সাড়া দিয়ে কেউ দিয়েছেন বিস্কুট, কেউ দিয়েছেন তেল নুন। বাউল সাধিকা নিজে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে সংগ্রহ করেছেন ভিক্ষা। সেই সঙ্গে তাঁর পরিচিতজনদের কাছেও চেয়েছেন ভিক্ষা। আর তাতেই যে সামগ্রী জোগাড় হয়েছে দিয়েই রবিবার জয়দেব কেন্দুলি অঞ্চলের আড়াইশো জন দুস্থ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন সাধিকা অলোকা গোস্বামী।

অলকা গোস্বামীর কোথায়, 'দেশজুড়ে যে কোন ভাইরাসের সংক্রমণ চলছে। তার জন্য লকডাউন একমাত্র পথ। সেখানে দিন আনি দিন খাই দিনমজুররা কাজ হারিয়ে আজ নিরন্ন অবস্থায় রয়েছে। আমি এক বেলা ভিক্ষা করলেই আমার পেট চলে যাবে। কিন্তু আমি যদি আরো বেশি সময় দিয়ে ভিক্ষা করে কিছু সামগ্রী জোগাড় করতে পারি তাহলে ওদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া যাবে। সেই জন্যই এই চেষ্টা করেছিলাম ভিক্ষা করে জুটলো তাই সবার মধ্যে বিলিয়ে দিলাম। '

জন মানসে রেশনের মাল নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে জেলা শাসক

বাঁকুড়া, ৩ মে (হি. স.): লকডাউনে সাধারণ মানুষের কাছে সস্তা ও বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পৃথক ভাবে খাদ্য সামগ্রী রেশন দোকান মাধ্যমে উপভোক্তাদের তুলে দিচ্ছেন। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বিতরণকে কেন্দ্র করে একদিকে শুরু হয়েছে বাদ প্রতিবাদ অপরদিকে পরিমান কম দেওয়ার অভিযোগে উত্তাল সারা বাঁকুড়া জেলা। এই পরিস্থিতিতে জেলা শাসক স্বয়ং সরেজমিনে হাজির হন বিভিন্ন রেশন দোকানে। বাঁকুড়া পুর এলাকায় বিভিন্ন রেশন দোকান ছাড়াও তিনি সদর মহকুমার এক নম্বর ব্লকেও রেশন দোকানে যান, সেখানে খাদ্যসামগ্রীর মান খতিয়ে দেখে, প্রদত্ত মালের পরিমান সঠিক দেওয়া হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখেন সেই সাথে উপভোক্তাদের সাথে কথা বলেন। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত সাধারন মানুষের জন্য চাল নিম্ন মানের বলে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি সাংসদ ডা: সুভাষ সরকার বলেন তৃণমূল অহেতুক অভিযোগ করছে। চালের মান খুবই ভালো। এদিন সকালে বিভিন্ন রেশন দোকানে গিয়ে তিনি নিজে চালের মান খতিয়ে দেখেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কুর্নিশ করোনা যোদ্ধাদের, কর্ণাটক বিধানসভার ওপর ফ্লাইপাস্ট করল বায়ুসেনার হারকিউলিস

বেঙ্গালুরু, ৩ মে (হি. স.): ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলে খ্যাত কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে করোনা হাসপাতালের উপর পুষ্পবৃষ্টি করল বায়ুসেনার বিমান। শহরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ওপর রবিবার সকালে পুষ্পবৃষ্টি করে বায়ুসেনার এমআই ১৭ হেলিকপ্টার। সেই সময় হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে পাল্টা বায়ুসেনাদের নিজেদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

ছয়ের পাতায়

পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি ফের বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৩।। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভারতের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে লকডাউনের মধ্যেই পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে রফতানির কাজ শুরু করলেও ফের তা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রবিবার সকালে ভারতের বনগাঁর ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের পেট্রাপোল সীমান্ত লাগোয়া জয়ন্তীপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাসহ এই স্থলবন্দরের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের শতাধিক শ্রমিক এদিন যশোর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। তাদের দাবি সীমান্তের ওপারে বেনাপোলেও বহু মানুষ করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে সংবাদ মাধ্যমে। এ অবস্থায় ওপার বাংলার শ্রমিকরা এপার বাংলার কাজে যুক্ত থাকলে দ্রুত সংক্রমণ ছড়াবে সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলোতেও। তাই রফতানি হোক বা আমদানি কাজ শুরু হলে করোনা সংক্রমণ কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না। ফলে এলাকাবাসীর স্বার্থে বন্ধ রাখতে হবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাণিজ্য।

এদিকে বিক্ষোভের খবর পেয়ে স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা। একদিকে বাণিজ্য করিডর খোলার নির্দেশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের। অন্যদিকে সীমান্তে শিথিলতা দেখাতে রাজি নয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ সীমান্তের সমস্ত বাণিজ্য করিডোর দিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অত্যাবশ্যক পণ্য চলাচল শুরুর নির্দেশ দিলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। দফায় দফায় আমদানি-রফতানি চালুর বিষয়ে আলোচনা করা হলেও রাজ্য সরকার থেকে কোনো সুফল বার্তা না পাওয়ায় চালু করা যাচ্ছে না আমদানি-রফতানি কার্যক্রম। ২৩ মার্চ থেকে ভারতে লকডাউনের কারণে এ পথে আমদানি-রফতানি বন্ধ করে দেয়া যায়। পেট্রাপোল বন্দর এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার ট্রাক পণ্য নিয়ে আটকে রয়েছে। ভারতীয় রফতানিকারীরা চাইছেন, অন্তত ওই ট্রাকগুলো বাংলাদেশে পাঠানো হোক।

গত ২৪ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব সিংহকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, নেপাল, ভুটানগামী অত্যাবশকীয় পণ্য আটকে রাখার ফলে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন হচ্ছে। কোনো রাজ্য একতরফা সীমান্ত বন্ধ করতে পারে না। তাই বাণিজ্য করিডরগুলো জ্বালানি, এলপিজি, খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য খুলে দেয়া হোক। বাংলাদেশ সীমান্তের যে কটি করিডোর দিয়ে পণ্য পরিবহন হয়, সেগুলো খুলতে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সীমান্তে বাণিজ্য করিডোর খুললে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সংক্রমণ ঠেকানো যাবে না। ফলে সীমান্তে শিথিলতা দেখাতে রাজি নয় রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্র এবং নিরাপত্তা অধিকর্তা সুরজিৎ কর পুরকায়স্থকে পেট্রাপোল, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও শিলিগুড়ির সীমান্ত পরিস্থিতি খোঁজ করতে পাঠিয়েছিলেন। তাদের রিপোর্টেও এখনই অবাধ বাণিজ্য চালু না-করার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘোষণায় রফতানিকারকরা কিছুটা হলেও আশার আলো দেখলেও লকডাউনের শুরু থেকেই পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি কার্যত বন্ধ। কেন্দ্রের লকডাউন নির্দেশিকায় সীমান্ত দিয়ে অত্যাবশক পণ্যের যাতায়াত চালু রাখার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে তা কার্যত বন্ধ। ওপারের সূত্র জানায়, লকডাউন শুরু হতেই রাজ্যের বাইরে থেকে পণ্য নিয়ে আসা ট্রাক পেট্রাপোল থেকে দ্রুত ফিরিয়ে দিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। এখন আটকে থাকা পণ্য ভর্তি ট্রাকের রফতানিকারীরা প্রায় সকলেই স্থানীয়। রাজ্যের বাইরের রফতানিকারী সংখ্যায় কম।

অভিযোগ, বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট মহল লকডাউনের মধ্যে বাণিজ্যের কাজ শুরু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি। ব্যবসায়ীদের বন্ধ রাখতে বলা হয় বেসরকারিভাবে। কোনো লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়নি। প্রশাসনেরও পাল্টা যুক্তি ছিল। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, বাংলাদেশের জেলাগুলোতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়েছে। বাণিজ্য চালু থাকলে এ দেশের ট্রাক চালকদের বাংলাদেশে পণ্য খালি করতে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে হবে। কোনোভাবে ওই চালক সংক্রমিত হলে এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়বে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব উড়িয়ে দেয়া যায় না। এলাকার মানুষও সরকারে এ যুক্তিকে সমর্থন করেছেন। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ট্রাকচালক বাংলাদেশে গেলে, তারপর ফিরে আসলে তাকে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে থাকতে হবে। এ বিষয়টা মাথায় রেখে কিভাবে পণ্য রফতানি শুরু করা যায় তা নিয়ে আলোচনা চলে। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, আটকে থাকা ট্রাকগুলোর মধ্যে প্রায় ৪০০টি ট্রাকে অত্যাবশ্যক পণ্য রয়েছে বলে কেন্দ্রের দেয়া তালিকা থেকে জানতে পেরেছি। বৈঠকে প্রস্তাব দিয়েছি, অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ে ট্রাক চালকেরা যাবতীয় সুরক্ষা নিয়ে বেনাপোল যাক। দিনে দিনে সেখানে পণ্য খালি করে চলে আসুক। চালকেরা ফিরে এলে তাদের যেন ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো না হয়।

পেট্রাপোল এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ইমপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, আটকে থাকা ট্রাকের মধ্যে মালপত্র নষ্ট হচ্ছে। দীর্ঘদিন ট্রাক আটকে থাকায় ট্রাকগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখনই ট্রাকগুলো বেনাপোলে পাঠাতে না পারলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা পরবর্তী সময়ে তা নিতে অস্বীকার করতে পারেন। তাছাড়া পার্কিং-এ ট্রাক থাকায় রোজ ট্রাক প্রতি পার্কিং ফি বাবদ ১৪০০-১৫০০ টাকা করে রফতানিকারীদের দিতে হবে। ফলে আর্থিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। সীমান্তের জিরো পয়েন্টে এ দেশের ট্রাক থেকে বাংলাদেশের ট্রাকে পণ্য তুলে নেয়া হোক। পরিতোষ বিশ্বাস বলেন, প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন করেছি, যাবতীয় সুরক্ষা বজায় রেখে আটকে থাকা ট্রাকগুলোকে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে যেতে দেয়া হোক। যদিও জিরো পয়েন্টে পণ্য উঠানো-নামানো কাজের পরিকাঠামো কতটা রয়েছে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট মহল।

এদিকে ২৮ এপ্রিল পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে অত্যাবশ্যক পণ্য রফতানির কাজ শুরু করতে পেট্রাপোলে বৈঠক করেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জেলাশাসক চৈতালি চক্রবর্তী, বনগাঁর পুলিশ সুপার তরুণ হালদার, রাজ্য সরকার নিযুক্ত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নোডাল অফিসার সঞ্জয় কুমার থাড়ে, বনগাঁর মহকুমাশাসক কাকলি মুখোপাধ্যায়। ছিলেন শুল্ক দফতর ও বিএসএফের কর্তারা। বৈঠকে ডাকা হয়েছিল ক্লিয়ারিং এজেন্ট সংগঠনের প্রতিনিধি এবং পণ্য রফতানি ও আমদানিকারী সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও। বৈঠকে আটকে থাকা পণ্য কিভাবে দ্রুত বাংলাদেশে পাঠানো সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে আলোচিত সমস্ত প্রস্তাব উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। তারপরে দু'দেশের মধ্যে আলোচনায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, কিভাবে বাণিজ্যের কাজ শুরু করা যায়, তা নিয়ে এদিন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

রোহিঙ্গাদের একটি ছোট দলকে ভাসান চরে পাঠানো হয়েছে

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০৩।। মিয়ানমার থেকে নৌকায় করে কিছুদিন আগে বাংলাদেশে প্রবেশ করা ছোট একদল রোহিঙ্গাকে ভাসান চর পাঠিয়েছে বাংলাদেশ।বিষয়টি নিশ্চিত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য সেখানে ভালো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

রোহিঙ্গা শিবিরগুলোকে করোনাভাইরাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে থাকা কোনো রোহিঙ্গার শরীরে এখন পর্যন্ত করোনা শনাক্ত হয়নি।ড় মোমেন জানান, মিয়ানমার থেকে ছোট নৌকায় করে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের খোঁজ পান স্থানীয়রা।পরে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড কর্মকর্তাদের খবর দেয়া হলে তারা ওই রোহিঙ্গাদের আটক করে।এরপর আটক করা কমপক্ষে ৭০ রোহিঙ্গাকে জাহাজে করে ভাসান চরে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান ড় মোমেন।

এসকল রোহিঙ্গারা দুটি নৌকা থেকে এসেছেন যারা কয়েক সপ্তাহ ধরে গভীর সমুদ্রে ভাসছিলেন।

তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং, ভিডিও বার্তা ধনকরের

কলকাতা, ৩ মে (হি. স.): তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন আরো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। রবিবার নিজের টুইটারে এক ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন বর্ধিত করা হচ্ছে আরও দু সপ্তাহ। অর্থাৎ পুনরায় লকডাউন চলবে ১৭ মে পর্যন্ত।

এদিন ওই ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, 'তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। সতর্কতার সাথে আমাদের এই লকডাউন মেনে চলতে হবে।' তিনি আরও জানান, 'কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তৃতীয় দফার লকডাউন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লকডাউন চলাকালীন সময় কোনোভাবেই আপস করা যাবে না।' জনগণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে তিনি লকডাউন চলাকালীন জমায়েত এড়িয়ে চলতে বলেন। একই সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কথা বলেন। কোন রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার থেকে এখন বিরত থাকার আহ্বান জানান।

সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি আবেদন জানিয়ে বলেন, 'এই সংকটকালীন মুহূর্তে চিকিৎসক পুলিশ কর্মী ও সাংবাদিকদের মত যারা জরুরী পরিষেবা দিচ্ছেন তাদের সাথে আমাদের সাহায্য করা উচিত'।

অন্যদিকে পুলিশের ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তার বার্তা, 'এই সময় আপনারা নিরপেক্ষ থেকে রাজনৈতিক মতাদর্শ এড়িয়ে চলুন।'

এদিন রেশন দুর্নীতি নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল। জানান, এই সময় যাতে কোনও রকম দুর্নীতি না হয়। সাধারণ মানুষ যেন এই সময় তাদের বরাদ্দ খাবার পায়। পাশাপাশি করোনা আক্রান্ত হয়ে যে সকল মানুষ মারা গেছেন তাদের পরিবারের প্রতি এদিন সমবেদনা জানান রাজ্যপাল।

অন্যদিকে, ফের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। এখন রাজনৈতিক মতবাদ ও রাজনীতির দূরে সরিয়ে রাখা উচিত'। একইসঙ্গে রাজ্যপালের তরফ থেকে যা যা করণীয় তা সবকিছুই তিনি করছেন বলে এদিন জানান ওই ভিডিও বার্তায়।

পরিযায়ী শ্রমিকরা সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ আটকাল পুলিশ

সিউড়ি, ৩ মে (হি.স.) : পরিযায়ী শ্রমিকরা সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ আটকাল বীরভূম পুলিশ। ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার ২১ জন শ্রমিক বীরভূমের আহমেদপুর অঞ্চলে ইটভাটায় কাজ করতো। ফলে দীর্ঘ দেড় মাস ধরে তারা ইটভাটার অস্থায়ী ছাউনিতে কোন রকমে কাটাচ্ছিল। তাদের হাতে থাকা টাকা পয়সা এবং মালিক এর সাহায্যে তাদের দুবেলা-দুমুঠো পেটের ভাত হচ্ছিল। কিন্তু হাতের জমানো টাকা সব শেষ হয়ে গেছে। মালিক আর দায় নিতে চাইছে না। তাই ২১ জন শ্রমিক রাতের অন্ধকারে বস্তায় পুঁটলিতে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে, সাইকেলে করে দুমকার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমোদপুর থেকে সিউড়ি চলে আসার পরেই ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোতে বীরভূম জেলা পুলিশের নাকা চেকিং খপ্পরে পড়ে। এইসব পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা এবং শিশুরা। বীরভূম রঘুনাথপুর রানিশ্বর মেসেঞ্জার হয়ে সোজা

ছয়ের পাতায়

রবিবার শিশুদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন বিজেপি সভাপতি মানিক দাস। ছবি- নিজস্ব।

পরিযায়ী শ্রমিকরা সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ আটকাল পুলিশ

সিউড়ি, ৩ মে (হি.স.) : পরিযায়ী শ্রমিকরা সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পথ আটকাল বীরভূম পুলিশ। ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার ২১ জন শ্রমিক বীরভূমের আহমেদপুর অঞ্চলে ইটভাটায় কাজ করতো। ফলে দীর্ঘ দেড় মাস ধরে তারা ইটভাটার অস্থায়ী ছাউনিতে কোন রকমে কাটাচ্ছিল। তাদের হাতে থাকা টাকা পয়সা এবং মালিক এর সাহায্যে তাদের দুবেলা-দুমুঠো পেটের ভাত হচ্ছিল। কিন্তু হাতের জমানো টাকা সব শেষ হয়ে গেছে। মালিক আর দায় নিতে চাইছে না। তাই ২১ জন শ্রমিক রাতের অন্ধকারে বস্তায় পুঁটলিতে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে, সাইকেলে করে দুমকার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমোদপুর থেকে সিউড়ি চলে আসার পরেই ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোতে বীরভূম জেলা পুলিশের নাকা চেকিং খপ্পরে পড়ে। এইসব পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা এবং শিশুরা। বীরভূম রঘুনাথপুর রানিশ্বর মেসেঞ্জার হয়ে সোজা রাস্তা সাইকেলে করে তারা অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারত তাদের গ্রামে। কিন্তু বিধিবাম তাই বীরভূম পুলিশ তাদেরকে প্রথমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়। ফলে এসব পরিযাই শ্রমিকদের আর ঝাড়খণ্ডের দুমকা বাড়িতে যাওয়া এখন বন্ধ হয়ে গেল। সুবল মুর্মু বিশু টুডু রাম সরেন বলেন 'আমরা সাইকেলে করে দমকা চলে যেতে পারতাম কিন্তু লকডাউন এর কারণে পুলিশ আটকে দিল তাই বাড়ি ফিরতে পারছিনা কবে বাড়ি যেতে পারবো জানিনা হাতে কোনো টাকা পয়সা নেই বাড়িতে বয়স্ক মা-বাবারা চরম অসুবিধায় দিন কাটাচ্ছেন।'

অধীর চৌধুরীর নিন্দায় সরব কল্যাণ ব্যানার্জি

হুগলি, ৩ মে (হি. স.): রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় ।সেখানে কংগ্রেস সংসদ অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনিপরিযায়ী শ্রমিকরা বিভিন্ন জায়গায় আটকে আছে এই নিয়ে অধীর চৌধুরী যে অভিযোগ করেছেন সে বিষয়ে বলতে গিয়ে কল্যাণবাবু জানান যে ওনার একটা মুশকিল হল উনি বোঝেন কম। কাকে খুশি করবেন সেই নিয়ে উনি দিশেহারা দিল্লিতে বসে অনেক বড় বড় কথা বলা যায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো নিয়ে স্টেট টু স্টেট কথা হয় এই নিয়ে কোন পলিসি এখনো স্থির হয়নি। আর অধীর চৌধুরী বলে দিলেন আমি সব নিয়ে আসছি। এইতো কদিন রাজস্থানের কোটায় এ রাজ্যের অনেক ছাত্র ছাত্রী আটকে পড়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজের উদ্যোগে ফিরিয়ে এনেছিলেন তাদের। তাই বড় বড় কথা বলে কোন লাভ নেই। অন্যদিকে রেশন ব্যবস্থা নিয়ে বলতে গিয়ে কল্যাণবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন এই বিপদের দিনে যে সমস্ত রেশন কার্ড হোল্ডার আমাদের রাজ্যে আছেন তাদের প্রত্যেককে বিনা পয়সায় চাল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। যদি কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই বিপদের দিনে তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে কোন অন্যায় করে থাকে তার জন্য আইন আছে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটাকে নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল রং লাগাবার খেলায় নেমেছে কিন্তু কোন লাভ হবে না। বিপদের দিনে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল দলই একমাত্র মানুষের পাশে আছে বিশেষ করে বিজেপি পুরোপুরি ফিনিশ। তাদের মাঠে ময়দানে দেখা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চিঠির উত্তরে রাজ্যপালের চিঠি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন উনি একজন জ্ঞানপাপী। অথবা বুঝেও না বোঝার ভান করে। ওঁর সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

বায়ুসেনার হারকিউলিস

পাচের পাতার পর হাসপাতালের এক স্বাস্থকর্মী জানিয়েছেন, ঝুঁকি আছে জেনেও প্রত্যেকদিন ডিউটিতে আসছি। সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে এইধরনের অভিবাদন পাওয়াটা অনুপ্রেরণাদায়ক। বায়ুসেনার ব্যান্ড ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের সামনে কিছুক্ষণের জন্য কয়েকটি গান বাজায়। শহরে থাকা সেনাবাহিনীর কমান্ড হাসপাতালেও একই দৃশ্য দেখা যায় পাশাপশি দুপুরের দিকে কর্ণাটকের বিধানসভার ওপর ফ্লাইপাস্ট করে বায়ুসেনার পণ্যবাহী সি ১৩০ জে হারকিউলিস।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা রোগীর পরিজন ও প্রতিবেশীদের হোমিওপ্যাথি -এলোপ্যাথি ওষুধ দিচ্ছে পুরসভা

কলকাতা, ৩মে (হি. স.): করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছে এমন মানুষদের হোমিপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়াচ্ছে কলকাতা পুরসভা। এমনটাই জানিয়েছেন পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন এবং হোমিওপ্যাথি আর্সেনিকাম এলবাম দেওয়া হচ্ছে করোনা আক্রান্তের প্রতিবেশীও পরিজনদের।

পুরসভা সূত্রে খবর, বেলগাছিয়া, নারকেলডাঙ্গা বেনিয়াপুকুর, ঢাকুরিয়া, জানবাজার সহ যে সমস্ত জায়গা কে সংক্রমণ প্রবণ জায়গা বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই এলাকায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে এই ওষুধ বিক্রি করছে পুরসভার কর্মীরা। যে সমস্ত ব্যক্তি গ্লুকোমা ও ডায়াবেটিস জনিত রোগ রয়েছে তাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। বাকিদের ডোজ অনুযায়ী হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা সংক্রমণ প্রবণ এলাকাগুলিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ওষুধ দিয়ে আসছেন। একইসঙ্গে কোন এলাকায় কাদের ওষুধ দিচ্ছেন সেই ব্যক্তির নাম ঠিকানা ও বয়স এবং ওষুধের পরিমাণ সব লিখে রাখছেন খাতায়। সেই নিয়ম অনুযায়ী আবার পরের নির্ধারিত দিনে তাদের গিয়ে ওষুধ দিচ্ছেন পুর কর্মীরা।

শহর কলকাতায় ২৬৪ সংক্রমণ প্রবণ এলাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে। দুই সপ্তাহ আগে উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া বসতিতে প্রথম হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ট্যাবলেট খাওয়ানো শুরু হয়। তখনই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে হার্ট ও ডায়াবেটিকস রোগীদের পার্শপ্রতিক্রিয়াহীন ওষুধ হিসাবে হোমিও আর্সেনিকাম অ্যালবাম খাওয়াতে নির্দেশ দেন মেয়র। সল্টলেকের এক হোমিও চিকিৎসককে তিনি শহরের বেশ কিছু হটস্পটেও পাঠিয়ে বসতি ও ঘিঁঞ্জি এলাকার বাসিন্দাদের ওষুধ খাইয়েছেন। এদিন মহানাগরিক বলেন, "বাইরের পাড়ার লোকেদের যেমন নিজের পাড়ায় ঢোকা বন্ধ করতে হবে। তেমনই নিজেদের অন্য পাড়ায় যাওয়া বন্ধ করতে হবে। তবেই করোনার সংক্রমণ বন্ধ হবে। আর এভাবে গোটা কলকাতাবাসী এগিয়ে এলে তবেই রেড জোন থেকে ধীরে ধীরে গ্রিন জোন হবে।"

শেওড়াফুলিতে স্থানান্তরিত পাইকারী বাজার ঘুরে দেখলেন সাংসদ

হুগলি, ৩ মে (হি.স.): শেওড়াফুলি হাটের পাইকারি বাজারটি দিল্লী রোডের ধারে উঠে গেছে বেশ কয়েকদিন আগে। রবিবার আরএমসি র সেই অত্যাধুনিক বাজারটি ঘুরে দেখলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি। নুতন এই বাজারটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কল্যাণ বাবু জানান অত্যাধুনিক এই বাজারে যে সমস্ত বিক্রেতারা আসবেন তাদের সমস্ত কিছু সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। বেশ কয়েক বছর ধরে শেওড়াফুলি হাটের জনবহুল এলাকার বাজারটি সরাবার ব্যাপারে এলাকার অনেকে দাবি করে আসছিলেন। কিন্তু একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ যাতে বাজারটি না যেতে পারে সেই ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। অবশেষে পাইকারি বাজারটি নতুন আরএমসি মার্কেটে এসেছে। প্রচুর জায়গা রয়েছে এখানে কার পার্কিং এর সুবিধা সহ এখানে যারা মুটের কাজ করেন তাদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, এক কথায় বলতে গেলে এখান থেকে যারা ব্যবসা করবেন তাদের প্রচুর সুবিধা হবে এবং ইতিমধ্যে যারা ব্যবসা করতেন তাঁরা ছাড়াও আরো নতুন অনেক ব্যবসায়ী এখানে আসছেন। ফলে ব্যবসার আরো উন্নত হবে।

মাতৃত্বের আভাস নিয়ে এই প্রথম প্রকাশ্যে কোয়েল

কলকাতা, ৩ মে (হি স): মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তার মাতৃত্বের খবর জানিয়েছিলেন। তবে, এই প্রথম "বেবি বাম্ব" নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন অভিনেত্রী কোয়েল ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী "বেবি বাম্ব" নিয়ে ছবিও পোস্ট করলেন। বাংলা কমার্শিয়াল হোক কিংবা আর্ট ফিল্ম সব জায়গাতেই দাপিয়ে অভিনয় করেছেন টলি পাড়ার অতিপরিচিত মুখ কোয়েল মল্লিক।২০১৩ সালে ১ ফেব্রুয়ারি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কোয়েল। পঞ্জাবি এবং বাঙালি মতে নিশপাল সিং রানেকে বিয়ে করেন কোয়েল মল্লিক। ২০১৩ সালে বিয়ের পরেও বহু সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল কোয়েলকে। আর তাদের সপ্তম বিবাহবার্ষিকীর দিনই মা হওয়ার কথা প্রকাশ্যে আনেন। আর এবার করোনা আবহের মাঝেই "বেবি বাম্ব" নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন অভিনেত্রী কোয়েল।

ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, ভাঙচুর করা হলো রেশন দোকান

নন্দীগ্রাম, ৩ মে (হি.স.): নন্দীগ্রামে দু- নম্বর ব্লকে ১৫৩ নম্বর বুথ সাঁইবাড়ী গ্রামে রেশন ডিলার তপন সাহু নামে রেশনে কারচুপির অভিযোগে সকাল থেকেই গ্রামবাসী রেশন দোকান ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এলাকা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে দুই সিভিক পুলিশকে পাঠালে তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায়। অবশেষে ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী এসে পৌঁছায়। ততক্ষণে উত্তপ্ত গ্রামবাসী রেশন দোকান এ ভাঙচুর করে। মুহূর্তে রণক্ষেত্র এর চেহারা নেয়। দুইটি বাইক ভাঙচুর করে একটি পুকুরে ও অপরটি খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। অবশেষে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সমস্ত কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ফুড ইন্সপেক্টরকে ডাকা হয়। পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলতেই জীবাণুমুক্তকরণ প্রগতি ময়দান থানা

কলকাতা, ৩ মে (হি স):রাজ্য ফের করোনা আক্রান্ত এক পুলিশ আধিকারিক। জানা গেছে তিনি প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ আধিকারিক। করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলতেই জীবাণুমুক্ত করা হল প্রগতি ময়দান থানা।

ওই পুলিশ আধিকারিক ইএম বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত। গত মঙ্গলবার থেকে জ্বর-সর্দির মতো উপসর্গ দেখা যায় এই পুলিশ ' আধিকারিকের শরীরে। এরপরেই তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে যান।এরপর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার রিপোর্ট আসে পজিটিভ। এর পরেই পুলিস আধিকারিকে ভর্তি করা হয় ইএম বাইপাসের এক বেসরকারি হাসপাতালে।ওই পুলিশ আধিকারিক এর সংস্পর্শে কারা কারা এসেছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে। ওই পুলিশ আধিকারিক করোনা আক্রান্ত , সে খবর পেতেই জীবাণুমুক্ত করা হল প্রগতি ময়দান থানা।

আটকাল পুলিশ

পাচের পাতার পর

রাস্তা সাইকেলে করে তারা অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারত তাদের গ্রামে। কিন্তু বিধিবাম তাই বীরভূম পুলিশ তাদেরকে প্রথমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়। ফলে এসব পরিযাই শ্রমিকদের আর ঝাড়খণ্ডের দুমকা বাড়িতে যাওয়া এখন বন্ধ হয়ে গেল। সুবল মুর্মু বিশু টুডু রাম সরেন বলেন 'আমরা সাইকেলে করে দমকা চলে যেতে পারতাম কিন্তু লকডাউন এর কারণে পুলিশ আটকে দিল তাই বাড়ি ফিরতে পারছিনা কবে বাড়ি যেতে পারবো জানিনা হাতে কোনো টাকা পয়সা নেই বাড়িতে বয়স্ক মা-বাবারা চরম অসুবিধায় দিন কাটাচ্ছেন।'

পাঁচ সেনা

● **প্রথম পাতার পর**

নেতৃত্বে জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হচ্ছিল। স্থানীয়দের উদ্ধার করা গেলেও প্রাণ হারান কর্ণেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ সুধ, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, শাকিল কাজিসহ পাঁচ জন। নিহতদের মধ্যে ল্যান্স নায়ক রাজেশ ও দীনেশও ছিল। জানা গিয়েছে জঙ্গিরা দি রেজিস্টেন্স ফ্রন্টের।

উত্তর কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ পুলিশকর্মী ও জওয়ানদের কুর্নিশ জানালেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত।

রবিবার হান্ডওয়ারায় ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত বলেন, এই অসম সাহসী শহিদদের আমরা কুর্নিশ জানাই। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্ডওয়ারায় চাহনমুল্লায় কয়েকজন স্থানীয়কে অপহরণ করে রেখেছিল জঙ্গিরা। ২১ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের কর্নেল আশুতোষ শর্মার নেতৃত্বে জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হচ্ছিল। স্থানীয়দের উদ্ধার করা গেলেও প্রাণ হারান কর্ণেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ সুধ, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, শাকিল কাজিসহ পাঁচ জন। নিহতদের মধ্যে ল্যান্স নায়ক রাজেশ ও দীনেশও ছিল।

উত্তর কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ পুলিশকর্মী ও জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিলেন, শহিদ সুরক্ষাকর্মীদের বীরত্ব ও আত্মবলিদান দেশবাসী কখনও ভুলবে না।

রবিবার দুপুরে একটি টুইটবার্তায় মোদী বলেন, 'হান্ডওয়ারায় বীর শহিদ জওয়ান ও সুরক্ষাকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা । তাঁদের বীরত্ব ও আত্মবলিদান কখনও ভুলে যাওয়া যাবে না। তাঁরা সর্বাধিক একনিষ্ঠতার সঙ্গে দেশের সেবা করেছেন এবং আমাদের নাগরিকদের রক্ষা করতে নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন। তাঁদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্ডওয়ারায় চাহনমুল্লায় কয়েকজন স্থানীয়কে অপহরণ করে রেখেছিল জঙ্গিরা। ২১ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের কর্নেল আশুতোষ শর্মার নেতৃত্বে জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হচ্ছিল। স্থানীয়দের উদ্ধার করা গেলেও প্রাণ হারান কর্ণেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ সুধ, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, শাকিল কাজিসহ পাঁচ জন। নিহতদের মধ্যে ল্যান্স নায়ক রাজেশ ও দীনেশও ছিল।

উত্তর কাশ্মীরের হান্ডওয়ারায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ পুলিশকর্মী ও জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং একের পর এক টুইট করে বলেছিলেন যে আমাদের সৈন্য ও সুরক্ষা কর্মীরা হান্ডওয়ারাতে (জে কে) প্রাণ হারিয়েছেন। তারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুকরণীয় সাহস দেখায় এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। আমরা তাঁর সাহস ও ত্যাগ কখনও ভুলব না।

অপর এক টুইটে তিনি লেখেন, যে ন্ডওয়ারাতে সন্ত্রাসীদের আক্রমণ করে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারী সাহসী সৈন্যদের বীরত্ব ও ত্যাগকে দেশ কখনই ভুলতে পারবে না। আমি জম্মু ও কাশ্মীরের ন্ডওয়ারায় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নিজের জীবনদানকারী সৈন্য ও সুরক্ষা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ।আমার হৃদয় সেই পরিবারগুলিকে জানায় যারা আজ তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছে ।এই সাহসী শহীদের পরিবারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত।

উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার হান্ডওয়ারায় চাহনমুল্লায় কয়েকজন স্থানীয়কে অপহরণ করে রেখেছিল জঙ্গিরা। ২১ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের কর্নেল আশুতোষ শর্মার নেতৃত্বে জঙ্গি দমন অভিযান চালানো হচ্ছিল। স্থানীয়দের উদ্ধার করা গেলেও প্রাণ হারান কর্ণেল আশুতোষ শর্মা, মেজর অনুজ সুধ, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, শাকিল কাজিসহ পাঁচ জন। নিহতদের মধ্যে ল্যান্স নায়ক রাজেশ ও দীনেশও ছিল।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

ঘরের মধ্যে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও এই ব্যাপারে রানীরবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পিযুষ বিশ্বাস আরও জানিয়েছেন, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠেয় সর্বদলীয় বৈঠকে কংগ্রেসের তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছিল যাতে বিরোধীরা খাদ্য সামগ্রী বিতরণে কোনও ধরনের বাধা নেওয়া হয়। পিযুষবাবু আরও অভিযোগ করেছেন, বিজেপির তরফ থেকে বিভিন্ন গোডাউন থেকে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই বিরোধী দল কিংবা অন্য কোনও এনজিও খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছে না বিলি করার জন্য।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

এদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন কেউ যাতে সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে জন্য বিএসএফকে কঠোর নজরদারি বজায় রাখতে হবে। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী যুবককে আটক করার পর তার দেহে কোন ভাইরাস রয়েছে কিনা তা নিয়েও পুলিশ দ্বিধায় রয়েছে। তার শারীরিক পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ

● **প্রথম পাতার পর**

বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে জিরানিয়া মহকুমায় কি কি সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে অবগত হন তিনি। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ সাবস্টেশন গঠনের বিষয়টি এদিন বৈঠকে স্থান পায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে একাধিক উদ্যোগের বিষয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়।

পানিসাগর

● **প্রথম পাতার পর**

একটি মামলা গ্রহণ করেছে। চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

বিবাহ বার্ষিকীতে ভুঁড়িভোজের টাকায় খাদ্য সামগ্রী বিলি দম্পতির

হুগলি, ৩ মে (হি.স.): এবারে রজত জয়ন্তীতে পড়েছিল বিবাহ বার্ষিকী। তাই বড় সাধ ছিল গ্রামের সব মানুষকে জমিয়ে ভুরিভোজ করানোর। টাকাটা ভুঁড়িভোজে দিতেন, এখন সেই টাকাটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগালেন। সমাজের বহু মানুষের দুবেলা ঠিক মত না খেতে পাবার চিন্তায় চন্ডীতলার ঘোষ দম্পতিকে নাড়া দিয়েছে। তাই ভুরিভোজের বিলাসিতা না করে নিজেদের বিবাহের পঁচিশ বছরের অনুষ্ঠান করলেন সাধারন মানুষের হাতে খাদ্য ও বস্ত্র তুলে দিয়ে।

চন্ডীতলার বরিজহাটির বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর ঘোষ ও তার স্ত্রী কৃষ্ণা ঘোষ তাদের পঁচিশতম বিবাহ বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের জন্য সব আয়োজন করে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন লকডাউন উঠে গিয়ে সব স্বাভাবিক হবে। কিন্তু দিন যায় পরিস্থিতির উন্নতি হয় না।

সংসার চালানো দায় তাই অভাবে আত্মহত্যা করলো এক ব্যক্তি

হুগলি, ৩ মে (হি. স.): কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন।লকডাউনে কবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে দোকান। তাই কাজ নেই। নেই কোনো রোজকার। বন্ধ দোকানের মালিক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। দুশ্চিন্তা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল শেওড়াফুলির বাসিন্দা সদানন্দ চক্রবর্তীকে (৩৯)। সেই দুশ্চিন্তাতেই অবশেষে আত্মহত্মার পথ বেছে নিল সদানন্দবাবু বলে জানিয়েছে পরিবারের সদস্যেরা।

মৃতের মামা স্বপন মুখার্জি জানান, বাড়িতে বৃদ্ধ মা রয়েছে, তার ওষুধের খরচ রয়েছে, এছাড়া ছেলে মেয়ে সহ স্বামী স্ত্রী মিলে মোট পাঁচ জন পরিবারের সদস্য। রোজগার না থাকায় লকডাউনের সময় পরিবারের খরচ বহন করাটা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল সদানন্দ বাবুর কাছে। রবিবার ভোর বেলায় বাড়ির বাথরুমে গলায় গামছা জড়িয়ে আত্মহত্মা করে সে। শেওড়াফুলির ফাঁড়ির পুলিশ দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করেছে পুলিশ।

বাইখোরায় বন বিভাগের সৌন্দর্য্যায়নে নিম্নমানের কাজ, ঘোটালারঅভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের আওতায় বাইখোড়া এলাকায় সৌন্দর্য্যায়নের নামকরে লক্ষটাকা ব্যায় করে নির্মান করা হচ্ছে সাইড ওয়াল ও রেলিং। জানা যায় মহকুমা বন আধিকারিকের কাছের লোককে এই কাজর বরাত পাইয়ে দেওয়া হয়।

অপরদিকে মহকুমা বন আধিকারিরের কাছের লোক হবার সুবাদে নিম্ন মানের কাজ করে লভ্যাংশের পরিমান বারানোর লক্ষ্যকাজ করে যাচ্ছে ঠিকেদার এমনটাই অভিযোগ। বর্তমানে লকডাউনে ফলে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। দেখাযায় কাজ শেষ হবার আগেই সামান্য বৃষ্টিতে ভেঙ্গে গেলো সাইড ওয়াল ও রেলিং। অবশ্য বুদ্ধী করে বনআধিকারিক দপ্তরের লোকজনদের দিয়ে দুষ্কৃতিকারী ওয়াল ভেঙ্গেছে বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু এই কথাটি সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে বলতে পারলেননা।

যদিও দুস্কৃতিকারী ভেঙ্গে থাকে তাহলে বনকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন থেকেযায়। এইভাবে বনদপ্তরের সম্পতি নষ্টহয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় বনদপ্তরের কর্মীরা কি করছে। লোকগুঞ্জনে শুনাযাচ্ছে মহকুমা বনআধিকারিকের অনুমতি ক্রমে কাজ হবারফলে কাজের দায়িত্বে থাকা অফিসার সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেনা। যরফলে ঠিকেদাররা নিম্ন মানের কাজ করে চলছে বলে অভিযোগ। এখন দেখার বিষয় কাজের গুনগতমান যাচাই করার জন্য দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

বাহিনী

● **প্রথম পাতার পর**

উত্তরপ্রদেশের লখনউ, মহারাষ্ট্রের মুম্বই, কর্নাটকের বেঙ্গালুরু, জম্মু ও কাশ্মীর শ্রীনগর সহ দেশের একাধিক শহরে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল অমন আনন্দ জানিয়েছেন, সকাল ১০ টায় এইমস, সকাল ১০: ৩০ সময় ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতাল ব্যান্ড বাজিয়ে কুর্নিশ জানানো হয়। নৌসেনার মুখপাত্র বিবেক মাধবল জানিয়েছেন, সমুদ্রে থাকা যুদ্ধজাহাজ গুলিতে লাইট জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়. ।গোয়া এবং মুম্বইতে নৌসেনার হেলিকপ্টার পুষ্পবৃষ্টি করেছে ।এর পাশাপাশি চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত করোনা যোদ্ধাদের প্রশংসা করেছেন।

দেশজুড়ে করোনা সংকটের মধ্যে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ, আধা সেনা সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা। এবার তাদের এই আত্মত্যাগকে কুর্নিশ জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কঠিন সময় গোটা দেশ এই সকল বীর জওয়ান ও তাদের পরিবারবর্গের পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় অমিত সাহা লিখেছেন, যে বীরত্বের সঙ্গে ভারত করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তা প্রশংসার যোগ্য। এই কঠিন সময় পুরোদেশ বীর জওয়ান ও তাদের পরিবারবর্গের পাশে রয়েছে।

নিজের অপর টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, আধাসেনা ও অন্যান্য যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাতে দেশের সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। যে বীরত্বের সঙ্গে এই সকল যোদ্ধারা লড়াই করেছে তা বন্দনার যোগ্য। এইসকল করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানিয়ে অমিত শাহ লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশ করোনা যোদ্ধাদের পাশে রয়েছে। এই সংকটজনক পরিস্থিতি যে সুযোগ করে দিয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। যাতে করে সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত বিশ্ব মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলে খ্যাত কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে করোনা হাসপাতালের উপর পুষ্পবৃষ্টি করল বায়ুসেনার বিমান। শহরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ওপর রবিবার সকালে পুষ্পবৃষ্টি করে বায়ুসেনার এমআই ১৭ হেলিকপ্টার। সেই সময় হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে পাল্টা বায়ুসেনাদের নিজেদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

হাসপাতালের এক স্বাস্থকর্মী জানিয়েছেন, ঝুঁকি আছে জেনেও প্রত্যেকদিন ডিউটিতে আসছি। সামরিক বাহিনীর তরফ থেকে এইধরনের অভিবাদন পাওয়াটা অনুপ্রেরণাদায়ক। বায়ুসেনার ব্যান্ড ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের সামনে কিছুক্ষণের জন্য কয়েকটি গান বাজায়। শহরে থাকা সেনাবাহিনীর কমান্ড হাসপাতালেও একই দৃশ্য দেখা যায় পাশাপশি দুপুরের দিকে কর্ণাটকের বিধানসভার ওপর ফ্লাইপাস্ট করে বায়ুসেনার পণ্যবাহী সি ১৩০ জে হারকিউলিস। উল্লেখ করা যেতে পারে, শুক্রবার চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানাতে এই উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

শিবির আগরতলায়

আটের পাতার পর

ভৌমিক আহ্বান জানিয়েছেন। যে কোন ক্ষেত্রেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার জন্য তিনি প্রত্যেকের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। নিজেদের স্বার্থেই সরকারি বিধি মেনে চলা প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন করুণা মোকাবেলায় এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের ভ্যাকসিন বের হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই নিয়ম-নীতি মেনে চলাই একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

পুলিশ অফিসারের

আটের পাতার পর

তার পর ২৮ এপ্রিল জয়ন্তা হোজাই সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ ও তাঁর স্বামীকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে গৌহাটি হাইকোর্টে এক রিট আবেদন দাখিল করেন। রিট আবেদন দাখিলের পর গত ৩০ এপ্রিল এই মামলার শুনানি গ্রহণ করে গৌহাটি হাইকোর্ট রাজ্যের পুলিশ-প্রধানকে ঘটনা সম্পর্কে ৪ মে-র মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দেয়। আগামীকাল এই মামলার শুনানি গ্রহণ করবে গৌহাটি হাইকোর্ট।

এদিকে ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ ও খুনের এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাছাড়া ডিমাসা ছাত্র সংস্থা, অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং ডিমাসা মাদারসঅ্যাসোসিয়েশন এই ঘটনায় পুলিশের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে এর উচ্চস্তরীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার সন্তোষ হোজাই খুনের পিছনে পুলিশের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও খুনের ঘটনায় অভিযোগের আঙুল পুলিশের দিকে উঠলেও জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে গররাজি।

ক্রীড়াঙ্গন

লারার জন্মদিনে কেক কাটতেন মুশফিক

আজ ৫২-এ পা দিলেন ব্রায়ান লারা। ''ফিফটি'' পেরিয়ে জীবনের ইনিংস এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। ক্যারিবীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি লারা তাঁর জন্মদিনে নিশ্চয়ই পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছা পাচ্ছেন। শুভেচ্ছা পেয়েছেন বাংলাদেশ থেকেও বড় এক ভক্তের। ভক্তের নাম মুশফিকুর রহিম।লারাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুশফিক ফেসবুকে লিখেছেন, ''আমার শৈশবের নায়ক, আমরা সুপার হিরোকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আপনি দীর্ঘজীবী হন।'' লারার সঙ্গে তোলা নিজের একটা ছবিও পোস্ট করেছেন মুশফিক।

লারার এতটাই ভক্ত, একসময় তাঁর জন্মদিনে বাসায় কেক কেটেছেন মুশফিক। ক্যারিবীয় কিংবদন্তির প্রতি কেন এতটা ভালো লাগা, সেটির ব্যাখ্যায় বাংলাদেশের সেরা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান একবার প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''শুধু লারার কারণে ছোটবেলায় আমরা ভাইবোনেরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জন্য পাগল ছিলাম। মে মাসে ওঁর জন্মদিন, আমারও। লারার জন্মদিনে ভাইবোনেরা মিলে বাসায় কেক কেটে অনুষ্ঠান করতাম। লারার কোনো খেলা মিস করতাম না। তবে ওঁর অনেক ইনিংসই আয়নায় দেখেছি। লারা বাঁহাতি আর আমি ডানহাতি। তাঁর ডানহাতি ব্যাটিংয়ের শ্যাডোটা দেখতে চাইতাম আমি।''

শৈল্পিক ব্যাটিংয়ে লারা মুশফিককে এতটাই আচ্ছন্ন করেছেন, একটা সময় প্রিয় ব্যাটসম্যানের টেকনিক হুবুহু অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। ছোটবেলায় তিনি ডানহাতি লারা হতে চেয়েছিলেন! পরে অবশ্য মুশফিকের সেটি আর করা হয়নি। কেন করা হয়নি, প্রথম আলোর সাক্ষাৎকারে সেটিও খুলেই বলেছিলেন তিনি, ''বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার পর ক্লাস সেভেনে থাকতেই টেকনিক খাটিয়ে চেষ্টা করেছিলাম ওঁর মতো ব্যাটিং করতে। কিন্তু কাজটা কঠিন ছিল। ভাগ্য ভালো যে স্যাররা শুরুতেই বলে দেন, ''এটা এমন এক স্টান্স যেটা ফুটওয়ার্ক থেকে শুরু করে তোমার অনেক কিছুকেই আড়ষ্ট করে দেবে।'' পরে আমিও আর ওই চেষ্টা করিনি।''

মুশফিক যে তাঁর কত বড় ভক্ত, লারার অবশ্য সেটি অজানা নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত ২০০৭ বিশ্বকাপে প্রিয় ব্যাটসম্যানের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ''মুশি''। মজাটা হচ্ছে, উইন্ডিজ কিংবদন্তির সঙ্গে দেখা করতে মুশফিকের ভয়ই হচ্ছিল। লারার রুমে তিনি গিয়েছিলেন সিনিয়র সতীর্থ মোহাম্মদ রফিককে নিয়ে। বাংলাদেশ দলে তাঁর এত বড় একজন ভক্ত রয়েছেন, যিনি আবার সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপাড় থেকে জন্মদিকে কেকও কাটেন, সব শুনে লারার বিস্ময়ের শেষ ছিল না!

এক ম্যাচে ৭/৩৬, ৭/৬৬ ও ৭/৭৬

টেস্টে এক ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়াই কঠিন। ভালো বোলারদের সুবাদে দৃশ্যটা খুব একটা অপরিচিত না। তবে এক ম্যাচে একাধিক বোলারের ন্যুনতম ৫ উইকেট নেওয়া তেমন দেখা যায় না। দেখা গেলেও একাধিক বোলারের একইসংখ্যক উইকেট নেওয়া, সেটা ৫-এর বেশি হলে অবশ্যই বিরল।যেমন ধরুন, ৭ উইকেট। এক ম্যাচে একাধিক বোলারের ৭ উইকেট নেওয়ার নজির নেই বললেই চলে। যদি বলা হয়, এক টেস্টে ৩জন বোলারের ৭ উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে। অবিশ্বাস্যই বটে।

তবে সত্যি সত্যিই এমন নজির দেখা গিয়েছিল ১৯৯৭ সালে ওভালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ষষ্ঠ টেস্টে। সে ম্যাচে ইনিংসে নিজের সেরা বোলিং করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার মাইকেল কাসপ্রোইচ (৭/৩৬)।ক্রিকইনফোর ''আস্ক স্টিভেন'' জানাচ্ছে ওভালে সে টেস্টে আরও দুজন বোলার ইনিংসে ৭টি করে উইকেট নেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৭৬ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন কাসপ্রোইচের সতীর্থ গ্লেন ম্যাকগ্রা।

এরপর অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৬৬ রানে ৭ উইকেট নেন ইংলিশ স্পিনার ফিল টাফনেল।

কাসপ্রোইচ ৭ উইকেট নেওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৬৩ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড। তবে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচটি জিততে পারেনি। মাত্র ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে টাফনেল (৪.২৭) ও অ্যান্ড্রু ক্যাডিকের (৫/৪২) সামনে ১০৪ রানেই অলআউট হয় অস্ট্রেলিয়া।ইংল্যান্ডের ১৯ রানে জয় পাওয়া সে টেস্ট স্মরণীয় হয়ে আছে অন্য এক কারণে। টেস্ট ইতিহাসে সে ম্যাচে প্রথম তিনজন বোলার ৭টি করে উইকেট নিয়েছিলেন। এই নজির আর কখনো দেখা যায়নি।

তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে এর চেয়ে ভালো করার নজির রয়েছে টেস্টে। ১৮৮৯ সালে কেপটাউন টেস্টে তা দেখা গেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ইতিহাসের দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে জিতেছিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৯৫ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন বাঁহাতি পেসার উইলিয়াস ''গোবো'' অ্যাশলে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে ১৭ রানে ৭ উইকেট নেন বাঁহাতি স্পিনার জনি ব্রিজস।

প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। দ্বিতীয় ইনিংসে অলআউট হয় আরও ৫ রান কম করে। জনি ব্রিজস এবার ১১ রানে নেন ৮ উইকেট!

জামিন পেলেন সেই ভারতীয় বাজিকর

দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রনিয়ের ম্যাচ পাতানো—কাণ্ডে জড়িত ভারতীয় বাজিকর সঞ্জিব চাওলাকে জামিন দিয়েছেন দিল্লি আদালত। ৭৬ দিন জেলহাজতে থাকার পর সঞ্জিবের জামিন মঞ্জুর করেন বিশেষ বিচারক আশুতোষ কুমার।

জামিন মঞ্জুর করলেও সঞ্জিবকে তাঁর হাতের লেখা ও কণ্ঠস্বর রেকর্ডিং জমা দিতে বলা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সঞ্জিবকে লন্ডনে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ক্রনিয়ের সেই ম্যাচ পাতানো---কাণ্ডসহ পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ পাতিয়েছেন এই ভারতীয় বাজিকর।

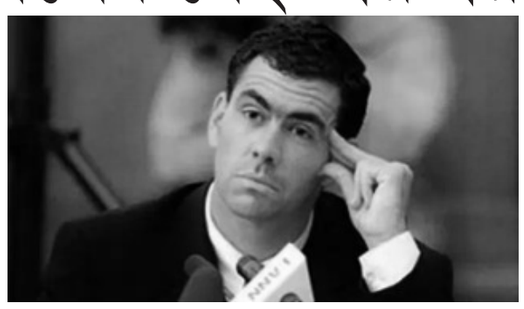

শেন ওয়ার্নের চোখে সেরা অধিনায়ক ছিলেন ক্রনিয়ে। ক্রিকেট বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়কের ছোট তালিকায়ও তাঁর নাম থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ছিলেন বিশ্বের অনেক অধিনায়কের অনুপ্রেরণা। কিন্তু ম্যাচ পাতানোর মতো কলঙ্কের কাছে হার মানতে হয় তাঁকে।

২০০০ সালে ভারতের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতা টেস্ট সিরিজেই ক্রনিয়ে ম্যাচ পাতিয়েছিলেন। ক্রোনিয়ে ছাড়াও ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, অজয় জাদেজা, মনোজ প্রভাকর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবস, নিকি বোয়ের নামও ছিল সন্দেহের তালিকায়।

ম্যাচ পাতানোর জন্য বাজিকরদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ইউএস ডলার ও একটি দামি চামড়ার জ্যাকেট উপহার নেন ক্রনিয়ে। পুলিশি তদন্তের মুখে নিজের সব দোষ স্বীকার করেন তিনি। এরপর ২০০২ সালের ১ জুন বিমান দুর্ঘটনায় রহস্যজনক মৃত্যু হয় ক্রনিয়ের।

লকডাউনে ইসলামাবাদের সৌন্দর্য দেখছিলেন শোয়েব!

লকডাউনের এ সময় নিজ শহর ইসলামাবাদের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলেন শোয়েব আখতার। সেটির ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েই ধরা খেয়েছেন তিনি। মানুষ রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছে তাঁকে করোনাভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা গোটা বিশ্ব। মহামারিতে আক্রান্ত বেশিরভাগ দেশই আপাতত বাঁচার একমাত্র পথ দেখছে ঘরে বসে থাকা আর সামাজিক দূরত্বকে। ভাইরাসটির প্রতিষেধক এখনো পরীক্ষা—নিরীক্ষার পর্যায়ে থাকায় গৃহবন্দিত্বকে বাঁচার রাস্তা হিসেবে দেখছে সবাই। ''লকডাউন'' কিংবা ''শাটডাউন'' যা—ই বলা হোক না কেন, করোনাভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে অস্ত্র এখন এটিই। ইউরোপ—আমেরিকা তো বটেই উপমহাদেশেও চলছে এই লকডাউন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানপ্রতিটি দেশই লকডাউন দিয়েই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়ছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতারের কান্ডে উঠেছে সমালোচনার ঝড়।

এক মাস আগেই করোনাভাইরাস নিয়ে খুব সোচ্চার ছিলেন শোয়েব। নিজের এক ভিডিও বার্তায় প্রথমে চীনাদের খাদ্যাভ্যাসকে এর মূল কারণ বলেছিলেন। এরপর পাকিস্তানে এটি হানা দিলে তিনি সোচ্চার ছিলেন মানুষের সচেতনতার ব্যাপারে। নিজের ইউটিউবে এ নিয়ে পোস্ট করেছেন একাধিক ভিডিও। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কেন বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন, কেন তাঁরা খাবার খেতে রেস্তোরাঁয় ভিড় করছেনশোয়েবের ক্ষোভের কারণ ছিল এগুলোই। পাকিস্তানের জনগণের সচেতনতা নিয়ে দারুণ ক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি।

কিন্তু শনিবার শোয়েব নিজেই এমন এক কান্ড করেছেন, যেটি সমালোচনা তৈরি করেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিজের চ্যানেল পোস্ট করা এক ভিডিওতে লকডাউনের এই সময় ইসলামাবাদ শহরের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেট তারকা নিজেই বর্ণনা করেছেন রাজধানীর সৌন্দর্য। এ সময় শোয়েবের মুখে কোনো মাস্ক দেখা যায়নি। হাতে ছিল না দস্তানাও।

ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছেন না তাঁর ভক্তরা। ঝড় উঠেছে নেট দুনিয়ায়। একজন তো বলেই দিয়েছেন, ''ভাই সচেতনতা নিয়ে এত বড় বড় বুলি আওড়ালেন, এখন নিজেই!''

অনেকেই বলছেন, এসব করে করোনার এই সময় শোয়েব একটা বাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। এখন শোয়েব এ ব্যাপারে কী বলেন, দেখার বিষয় এটিই।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 4 May, 2020, Monday আগরতলা ৪ মে, ২০২০ ইং, ■২১বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৬৬ হাজার

ওয়াশিংটন, ৩ মে (হি.স.) : বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৬৬ হাজার।শনিবার মার্কিন মুলুকে মৃত্যু হল আরও ১৪৩৫ জনের। ফলে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬৬ হাজার।তবে শুধু মৃত্যুর সংখ্যা না, মার্কিন মুলুকে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা আঁতকে ওঠার মতো। আমেরিকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লক্ষ ১৬ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। এরমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেড় লক্ষ মানুষ। সারা পৃথিবীতে মোট ৩০ লাখ ৪২ হাজারের মধ্যে একা ট্রাম্পের দেশে আক্রান্ত ১০ লক্ষের বেশি। অর্থাৎ করোনার মারণ কামড়ে মোট আক্রান্তের মধ্যে ৩ ভাগের ১ ভাগ মার্কিন মুলুকের। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষের। এরমধ্যে ৬৬ হাজারের বেশি আমেরিকান নিবাসী।

অর্থাৎ মৃতের দিক থেকেও সারা পৃথিবীর মোট মৃত্যুর মধ্যে প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ মানুষের মৃত্যু হয়েছে আমেরিকায়।

দেশের মধ্যে নিউ ইয়র্কের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮ হাজার ছাড়িয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১৮ হাজার ৬১০ জনের। এরপরেই রয়েছে নিউজার্সি। সেখানে আক্রান্ত ১লক্ষ ২১ হাজার মানুষ। সেখানে মৃতের সংখ্যা ৭ হাজারের অধিক। শুক্রবারের তথ্য অনুযায়ী এই শহর ভিত্তিক রিপোর্ট সামনে এসেছে।

রেশন কার্ড হীন মানুষের জন্য ভরপেট খাবার

মুরারই, ৩ মে (হি.স.): যাদের কার্ড নেই, তাদের ভরপেট খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন মুরারই এলাকার সাংবাদিক, সমাজসেবী এবং স্থানীয় প্রশাসন।

জানা গেছে, লকডাউনের শুরু থেকেই স্থানীয় অবিবাহিত যুবক অরুণ পাল প্রথম উদ্যোগ নেন। তার পর এগিয়ে আসেন সাংবাদিক, সমাজসেবী বিপ্লব শর্মা, ইন্দ্র নাথ সিনহা, মুরারই থানার ওসি সেখ আফরোজ হোসেন, মুরারই বিডিও-১ নিশীথ ভাস্কর পাল প্রমুখ।

এদিন বিডিও সাহেবের স্ত্রী, এবং উদ্যোক্তাদের পরিবারের লোকজনেরা খাদ্য পরিবেশন করেন সমাজের দুঃস্থ ভবঘুরে মানুষজনদের। বিডিও নিশীথ ভাস্কর পাল বলেন, একমাস ধরে স্টেশন চত্বরে ৫০ জন মানুষের খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা চলছিল। পরে উনারা আপত্তি করায় ব্লক অফিসের শেডের নীচে খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ পাল বিনা পারিশ্রমিকে রান্না করে দেন।

দেশজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি. স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ২৬৪৪। নিহত ৮৩ জন। সব মিলিয়ে মারণ এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯৯৮০। নিহত ১৩০১ ।রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে জারি করা বিবৃতিতে এমনই তথ্য দেওয়া হয়েছে। আশার খবর এই যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১০৬৩৩ করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২২৯৬ ।নিহত ৫২১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৫২১ ভয়াবহতার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গুজরাট সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০৫৪। নিহত ২৬২ সুস্থ হয়েছে ৮৯৬ ।পিছিয়ে নেই দিল্লিও সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪১২২ ।১২৫৬ জন সুস্থ হয়েছে। ৬৪ জন মারা গিয়েছে রাজস্থানে আক্রান্ত ২৭৭০ এবং মধ্য প্রদেশে এই সংখ্যাটা ২৮৪৬। দক্ষিণের তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত বেড়ে ২৭৫৭। ১৩৪১ জন সুস্থ হয়েছে।

করোনা ত্রাস অব্যাহত রাজস্থানে, রবিবার সকালে নিহত দুই

জয়পুর, ৩ মে (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মরুরাজ্য রাজস্থানে। রবিবার সকালে মারণ এই রোগে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। নতুন করে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১ এদিন সকালে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর থেকে এই পরিসংখ্যানই তুলে ধরা হয়েছে। জানা গিয়েছে ওই দুই জন রোগীর মৃত্যু জয়পুরের হাসপাতালে হয়েছে। রাজ্যে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০। এর মধ্যে শুধু জয়পুরেই মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের নতুন করে যে ৩১ জন আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে ৯ জন জোধপুরের, ৮ জয়পুর, ৫ উদয়পুর, ৩ চিত্তর গর, আজমের এবং প্রতাপগড় দুইজন করে আক্রান্ত হয়েছে। কোটা এবং দুঙ্গারপুরে আক্রান্তের সংখ্যা এক। সব মিলিয়ে মরু রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮০৩।

ক্লাব ও সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব এবং মাঙ্গলিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে রবিবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। রক্তদান শিবিরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব এবং মাঙ্গলিক সংস্থা রক্তদানের মতো যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অন্যান্য ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে এধরনের সামাজিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সাংসদ প্রতিমা

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় মারা গেলেন লোকপাল সদস্য বিচারপতি অজয় কুমার ত্রিপাঠি

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি.স.) : করোনা থাবা বসাল দেশে আইন বিভাগে। মারা গেলে করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত চিকিৎসাধিন লোকপাল সদস্য বিচারপতি অজয় কুমার ত্রিপাঠি। শনিবার রাতে দিল্লির জয় প্রকাশ নারায়ণ অ্যাপেক্স ট্রমা সেন্টারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ।

গত এপ্রিল মাসে বিচারপতি ত্রিপাঠি করোনা পজিটিভ প্রমাণিত হন। দিল্লির এইমস হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে তাঁকে ভরতি করা হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। পরে তাঁকে ট্রমা সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। বিভাগটি বিশেষ কোভিড হাসপাতাল হিসেবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে এবং বিচারপতি ত্রিপাঠি সেখানে প্রথম রোগী হিসেবে ভরতি হয়েছিলেন। সেখানেই গতরাতে মারা যান বছর বাষট্টির এই লোকপাল সদস্য।

দুর্নীতি দমনের স্বার্থে গঠিত লোকপাল দফতরের চার সদস্যের অন্যতম ছিলেন বিচারপতি ত্রিপাঠি। এর আগে তিনি বিহারের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে তাঁকে পটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে টুইট করেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ। স্মৃতিচারণায় তিনি লিখেছেন, 'পটনা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট বিচারপতি ছিলেন তিনি। ওই আদালতে আমরা একসঙ্গে প্র্যাক্টিসও করেছি। তাঁর স্ত্রী অলকা ত্রিপাঠি ও গোটা পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই।

শান্তিরবাজার প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির উদ্যোগে নায্যমূলে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ মে।শান্তির বাজার প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উদ্দ্যোগে নায্যমূলে বিভিন্ন সামগ্র বিক্রি করছে। । লকডাউন চলাকালিন শান্তির বাজারের অধিকাংশ ব্যাবসায়ী দ্রব্য সামগ্রী বেশিদামে বিক্রি করছে। এই অবস্থায় প্রসাশন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। শান্তির বাজারে মুদি সামগ্রীর পাশাপাশী মাছ ও মাংসের দাম অধিক। বর্তমানে শান্তির বাজারে ব্রয়লার মাংস ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে। প্রসাশনের নিবরতা দেখে শান্তির বাজার বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস এর উদ্দ্যোগে শান্তির বাজারের লোকজনদের সুবিধার্থে শান্তির বাজার প্রাথমিক কৃষি সমবায় লিমিটেড এর উদ্দ্যোগে নায্যমূল্যে পেয়াজ, রসুন , আলু, ডিম ও শুটকি বিক্রি করছে। এই সকল দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বাজার থেকে আকাশ পাতাল ব্যাবধান। কৃষি সমবায় লিমিটেড এর এইধরনের উদ্দ্যোগে খুবই খুশি শান্তির বাজারের লোকজন। সকলে এই ধরনের উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানান। লোকগুঞ্জনে শুনাযাচ্ছে প্রসাশন যদি এইধরনের উদ্দ্যোগ গ্রহন করতো তাহলে শান্তির বাজারের লোকজন খোবই উপকৃত হতো।

বিশ্বজুড়ে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২,৪৪,৭৬০, আক্রান্ত ৩৪,৮৩,২২৩ জন

ওয়াশিংটন, ৩ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রবিবার সমগ্র বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,৮৩,২২৩ জন। এবং ২,৪৪,৭৬০ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

গত বছরের ডিসেম্বরের চিন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। এর পর থেকে এপর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪,৮৩,২২৩ জন। তাদের মধ্যে বর্তমানে ২১,২৯, ৬৪১ জন চিকিৎসাধীন এবং ৫০,৮৫৮ জন (২ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ১১,৮২২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং ২,৪৪,৭৬০ জন রোগী মারা গেছে।

কর্ণাটকে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬০৬

বেঙ্গালুরু, ৩ মে (হি. স.): করোনার মারণ খেলা অব্যাহত দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটকে। নতুন করে আক্রান্ত আক্রান্ত পাঁচ। রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৬। রবিবার সকালে এই পরিসংখ্যানই তুলে ধরেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। জানা গিয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে তিনজন কালাবুরাগী, দুইজন মুধলের বাসিন্দা আক্রান্তদের মধ্যে এক ১৩ বছর বয়সী নাবালিকাও রয়েছে বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। মারন এই রোগে রাজ্যে এখনো পর্যন্ত ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৮২ জন। আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসাদের কোরেনটাইনে রাখা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র থেকে উত্তরপ্রদেশ ফিরলেন ৮৪৭ জন পরিযায়ী শ্রমিক

লখনউ, ৩ মে (হি. স.): অবশেষে স্বস্তি। মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে নিজেদের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ফিরলেন ৮৪৭ জন পরিযায়ী শ্রমিক। রবিবার সকলে লখনউ এর চরবাগ রেল স্টেশনে আসে বিশেষ ট্রেনটি। স্টেশনে এই সকল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসকেরা।

জিআরপির তরফে জানানো হয়েছে যে এই সকল শ্রমিকদের শোধন ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বাড়ি যাওয়ার বাসে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এদিন সকালে রেল স্টেশনে উত্তর প্রদেশ পরিবহন নিগমের ৩১ টি বাস মোতায়েন করা হয়েছিল। সেই সকল বাসে করে শ্রমিকদের নিজ জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগই উত্তরপ্রদেশের পূর্বাচলের বাসিন্দা সিদ্ধর্থনগর, সরভটি, বাহরাইচ জেলার বাসিন্দা। এদিন দুপুরের দিকে মহারাষ্ট্র থেকে দুইটি এবং গুজরাট থেকে একটি বিশেষ ট্রেন উত্তরপ্রদেশে আসবে। অন্যদিকে বাড়ি ফিরতে পেরে স্বভাবতই খুশি এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিবারের লোকেদের।

লাদাখে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১৯

নয়াদিল্লি, ৩ মে (হি. স.): লাদাখে করোনার দাপট অব্যাহত। রবিবার মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত ১৯। সব মিলিয়ে কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ আক্রান্তদের মধ্যে ১৮ জনই চুচট ইয়োকমা গ্রামের বাসিন্দা।প্রশাসনিক কর্তাদের চিন্তার ভাজ বাড়িয়ে একদিনে সর্বাধিক আক্রান্ত লাদাখে আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসাদের কোরেনটাইনে পাঠানো হয়েছে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৭ মার্চ থেকে লাদাখকে কন্টামিনেট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে শনিবার কর্গিলের কক্সারে বছর ৫২ মহিলার শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে তীর্থ করতে ইরানে গিয়েছিলেন তিনি বর্তমান ওই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কোটা থেকে দিল্লি ফিরল ৪৮০ জন পড়ুয়া

জয়পুর, ৩ মে (হি. স.): রাজস্থানের কোটায় আটকে পড়া ৪৮০ পড়ুয়া রবিবার সকালে ফিরল দিল্লি। পড়ুয়ারা সকলেই দিল্লির বাসিন্দা। আইএসবিটির ৪০ টি বাসে করে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। কোটা থেকে বাসটি এসে দাঁড়ায় দিল্লির কাশ্মীরি গেটে।সেখানে এই সকল পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। দিল্লির পরিবহনমন্ত্রী কৈলাস গেহলট জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। হেল্প ডেস্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে চিকিৎসক, পুলিশ, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা ছিলেন। সেখান থেকে ডিটিসির বসে করে বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই সকল পড়ুয়াদের দিল্লির নিয়ে আসার দায়িত্বে থাকা নোডাল অফিসার রাজীব সিং জানিয়েছেন, সব মিলিয়ে ৪৮০ জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রস্তুতির লক্ষ্যে এই সকল পড়ুয়ারা কোটা গিয়েছিল।লকডাউনের জেরে তারা আটকে পড়েছিল। অবশেষে তাদের উদ্ধার করা হল।

কলেজ স্তরেও ক্যাবল টিভির মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে সরকারি স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি স্কুল গুলি বন্ধ রয়েছে। স্কুল বন্ধ থাকলেও বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কাছে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্কুল ফি জমা দেওয়ার জন্য বলে আসছে। স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও স্কুল ফি জমা দেওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি স্কুলগুলিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে বন্ধ থাকার কারণে স্কুল ফি মওকুফ করার জন্য অভিভাবক মহল থেকে রাজ্য সরকারের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। ছাত্র সংগঠন ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল রাতের সঙ্গে দেখা করে বেসরকারি স্কুলগুলোতে স্কুল ফি বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দাবি পেশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন বেসরকারি স্কুল গুলিকে স্কুল ফি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয় সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি আরো জানান অভিভাবকদের ওপর যাতে চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রেখে স্কুল কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি বেসরকারি স্কুল গুলির বেশকিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও চিন্তাধারা করতে হবে। কেননা বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মাসিক বেতন দিতে হবে। স্বাভাবিক কারণেই একদিকে যেমন অভিভাবকদের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ যাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন মিটিয়ে দিতে পারেন সেসব বিষয়ে চিন্তাধারা করে আলোচনার টেবিলে বসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে আলোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসতে আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য পরোটা ফাইটার সংক্রমণজনিত কারণে গোটা বিশ্ব জুড়ে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। সর্বত্র স্কুল-কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। করুণা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় যতদিন পর্যন্ত ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হবে ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। যতদূর জানা গেছে অনেকগুলো বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেছেন শীঘ্রই বেসরকারি স্কুলের ফ্রি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সমস্যার সমাধান হবে। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান রাজ্যের বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় টিভি চ্যানেলে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা রেকর্ডিং শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক তরফ থেকে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সর্বত্র এই শিক্ষা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা অনুপ্রাণিত হচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় কবে নাগাদ তা পুনরায় চালু হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। সে কারণেই ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঘরে বসেই পাঠক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে রাজ্য সরকার শিক্ষা দপ্তর সেসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেই স্থানীয় কেবল টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান কলেজ স্তরে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে।

রাজ্য সরকার এ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। শুধু রাজধানী আগরতলা শহরের কেবল টিভি চ্যানেলগুলির মাধ্যমেই নয় , মহকুমা স্তরে যেসব টিভি চ্যানেল রয়েছে সেগুলির মাধ্যমেও রেকর্ডিং করার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান সিবিএসই পদ্ধতি অনুকরণ করে নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন সব ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কেই পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সিবিএসই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষামন্ত্রী জানান এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে বিশেষ করে নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে। গুণগত শিক্ষার মান বজায় রাখার তাগিদে নবম এবং একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ষান্মাসিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হবে।

লকডাউনের আবর্তে করিমগঞ্জের এক সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্নের নির্দেশ বিতর্কে জেলার বিভাগীয় আধিকারিক

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ মে (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় সমগ্র দেশের সঙ্গে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জেও লক ডাউন চলছে। প্রথম দুই মেয়াদের লকডাউন শেষ হতেই কেন্দ্রের নির্দেশে তৃতীয় দফায় আরও ১৪ দিনের লকডাউনৰ সময়সীমা বেড়েছে। এমতাবস্থায় যে কোনও সভা সমিতি, অনুষ্ঠান, জমায়েত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু লকডাউনের সময় করিমগঞ্জ জেলার উত্তরপূর্ব বদরপুর সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন করতে নির্দেশ জারি করে বিতর্কে জড়িয়েছেন জেলার বিভাগীয় আধিকারিক।

করিমগঞ্জ জেলা সমবায় দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবাশিস মিত্রের এক চিঠিকে কেন্দ্র করে বির্তকের সৃষ্টি। গত ২৮ এপ্রিল এক চিঠির পাঠিয়ে ২৪ মে উত্তরপূর্ব বদরপুর সমবায় সমিতির নির্বাচন করতে এক নির্দেশ দিয়েছেন দেবাশিস মিত্র। চিঠি পাঠানোর খবর প্রকাশ্যে এলে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সচেতন মহল এ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, করোনা মহামারির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকার ১৭ মে পর্যন্ত তৃতীয় দফায় লকডাউন জারি করেছে। এর পরও লকডাউন বলবৎ থাকবে কি না, এ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে জেলা সমবায় বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবাশিস মিত্রের নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া কতটুকু যুক্তিসংগত? লকডাউন চলাকালীন এমন নির্দেশ জারি করতে পারেন কিনা, উঠেছে সে প্রশ্নও।

বিষয়টকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জ জেলা জুড়ে তুমুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নানা মহল থেকে এমন আরও প্রশ্ন উঠছে, উত্তরপূর্ব বদরপুর এলাকা হাসানপুর গ্রাম সংলগ্ন। রাজ্যের প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি মুফতি জামাল উদ্দিনের বাড়ি এই হাসানপুরেই। দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজ জামাত থেকেই করোনা সংক্রমণ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন জামাল উদ্দিন। জামাল উদ্দিনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়ার পর দীর্ঘদিন হাসানপুর এলাকা কন্টেনমেন্ট জোনের অধীনে ছিল। করোনা আক্রান্ত এমন এলাকায় সমবায় সমিতির নির্বাচন করানো কতটুকু সমীচিন? এ নিয়ে জেলার সচেতন মহলে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে।

নির্বাচন মানেই জনসমাগম, প্রার্থীদের দৌড়ঝাঁপ, নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে সমর্থকদের সভা সমিতির আয়োজন। এর অর্থই হল সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে ল ডাউন আইন লঙ্ঘন। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছেন। সংকটপূর্ণ এই সময় জেলার বিভাগীয় আধিকারিকের চিঠি নিয়ে তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা সহ সচেতন জনগণ।

এদিকে জেলা সমবায় বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবাশিস মিত্র আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, জেলার যে কোনও সমিতির নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নুতন সমিতি গঠনের জন্য পুনর্নির্বাচন আবশ্যক। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও পূর্ণ অধিকার সমবায় সমিতির রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিই দিন তারিখ ঠিক করে সমবায় বিভাগকে জানিয়ে দেয়। সে অনুযায়ী নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই ঠিক করতে হয়। এটাই বিভাগীয় নিয়ম, জানান জেলা সমবায় বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবাশিস মিত্র।

উত্তরপূর্ব বদরপুর সমবায় সমিতিই ২৪ মে-র মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

করোনা মহামারির দরুন বর্তমানে লকডাউন চলছে। এই অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না, এই সিদ্ধান্ত নেবেন জেলাশাসক। জেলাশাসকের ছাড়পত্র ছাড়া নির্বাচন করানোর প্রশ্নই ওঠে না। জেলা সমবায় বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার দেবাশিসি মিত্র আরও জানান, বিভাগীয় দুই ইন্সপেক্টর মুস্তফা হুসেন তাপাদার ও তপন মালাকারকে নির্বাচন আধিকারিকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করেই বিভাগীয় দুই নির্বাচনী আধিকারিক পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

হারাঙ্গাজাওয়ের অপহৃত সন্তোষ হোজাই খুনকাণ্ডের নয়া মোড়, নাম জুড়েছে ডিমা হাসাওয়ের পদস্থ পুলিশ অফিসারের

হাফলং (অসম), ৩ মে (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও নৃশংসভাবে খুন করে মাটিতে পুঁতে রাখার ঘটনা নয়া নিয়েছে। গোটা ঘটনার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে ডিমা হাসাওয়ের জনৈক পদস্থ পুলিশ অফিসারের।

শনিবার গৌহাটি হাইকোর্টে নিহত সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই এক নতুন হলফনামা দাখিল করেছেন। হলফনামায় জয়ন্তা অভিযোগ করে লিখেছেন, তাঁর স্বামী সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও খুনের পিছনে পুলিশের হাত রয়েছে। আর এতে তিনি এক পুলিশ অফিসারের নাম লিখেছেন। হলফনামায় জয়ন্তা হোজাইয়ের অভিযোগ, স্বামী সন্তোষ হোজাইকে খুন করে জ্বালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। তার পর তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখা হয়।

এই খুনের পিছনে পুলিশের হাত রয়েছে বলে জয়ন্তা হোজাই যে নতুন হলফনামা গৌহাটি হাইকোর্টে জমা দিয়েছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মাইবাং পেট্রোল পাম্পের সিসিটিভি ক্যামেরার এক ফুটেজে দেখা গেছে, গত ২৫ এপ্রিল বিকেল তিনটা নাগাদ লাংটিঙের দিক থেকে পুলিশের একটি স্করপিও গাড়ি আসে। গাড়ি থেকে কয়েকজন পুলিশকর্মী নেমে মাইবাং পেট্রোল পাম্প থেকে একটি জারিক্যানে ডিজেল নিয়ে আবার লাংটিঙের দিকে চলে যায়। ওই ডিজেল দিয়েই সন্তোষ হোজাইকে জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বলে হলফনামায় অভিযোগ করেছেন জয়ন্তা।

এদিকে ৩০ এপ্রিল লাংটিং থানার অন্তর্গত মুপা রিজার্ভ ফরেস্টের লাইরিঙের জঙ্গল থেকে সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। ওই মৃতদেহটির বহু অংশ পুড়ে গিয়েছিল। তা দেখেই সন্দেহ প্রকাশ করে জয়ন্তা হোজাই হলফনামায় লিখেছেন, তাঁর স্বামী সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ ও খুনের পিছনে পুলিশের হাত রয়েছে। তাই শনিবার জয়ন্তা হোজাই গৌহাটি হাইকোর্টে নতুন আরেকটি হলফনামা দাখিল করেছেন। জয়ন্তা হোজাই এতে আরও লিখেছেন, সন্তোষ হোজাইকে গত ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ পাঁচজনের দুষ্কৃতকারীর দল অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর রাতেই জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় তাঁর স্বামীর অপহরণ সংক্রান্ত এজাহার দিতে গিয়েছিলেন হারাঙ্গাজাও থানায় কিন্তু থানার ওসি রহস্যজনকভাবে ওই এজাহার নিতে অস্বীকার করে বলেন, লকডাউনের মধ্যে কে সাহস করবে এ ধরনের অপহরণের ঘটনা সংগঠিত করতে। তাই মৃত সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রীকে চিন্তা না করতে বলে তাঁর ফোন নম্বর রেখে নাকি বলেন, রাতের মধ্যেই সন্তোষের খবর পেয়ে যাবেন তিনি।

কিন্তু রাতে কোনও খবর না পেয়ে পরের দিন ২৫ এপ্রিল থানায় এসে এজাহার দাখিল করেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৪১, মৃত ২: স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ৩ মে (হি. স.): গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪১জন। মৃত্যু হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় ২ জনের। রবিবার স্বাস্থ্য দফতরের তরফে এক বুলেটিন জারি করে জানানো হয়েছে এমন টাই। রাজ্যের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী এই পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৫০। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ হাসপাতাল থেকে ছুটি পাননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া বুলেটিন এর নতুন ফরম্যাট অনুযায়ী এখন রাজ্যে মোট সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জানানো হচ্ছে না। এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, রাজ্যে এই পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬৩।

এদিন বুলেটিনে জানানো হয়, এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২২হাজার ৯১৫। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি কোয়ারান্টিনে রয়েছেন ২০হাজার ৭৪১জন। এদিকে সরকারি কোয়ারান্টিন থেকে নজরদারি শেষ হয়েছে ১৫ হাজার ৮১১ জনের। এখন হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন ৬ হাজার ৯৫৩ জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৬২ হাজার ৩৬৫ জনের। হাসপাতালে আইসলেশনে গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হয়েছেন ৩০২ জন। অন্যদিকে সূত্রের খবর, রাজ্যের গঠিত অডিট কমিটি কাছে ৩০ এপ্রিলের পর থেকে কোন কেস পাঠানো হয়নি। তবে তাদেরকে পুরোপুরি অকেজো করে না দিয়ে কোন বিশেষ গ্যাস হলে ওই কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে।

১৭ মে পর্যন্ত পূর্ব সম্পূর্ণ লকডাউন জারি থাকবে ঝাড়খণ্ডে

রাঁচি, ৩ মে (হি.স.) : আগামী ১৭ মে পর্যন্ত পূর্ব সম্পূর্ণ লকডাউন জারি থাকবে ঝাড়খণ্ডে। রবিবার রাজ্যের সচিবালয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন।একটি টুইটবার্তায় তিনি বলেন, ”ভিনরাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিক, পড়ুয়া ও অন্যরা ফিরছেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী দু”সপ্তাহ ঝাড়খণ্ডে লকডাউন চলবে। শিথিলতা নিয়ে রাজ্যের নয়া নির্দেশিকা ঝাড়খণ্ডে কার্যকর হবে না।”শ্রম দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডের বাইরে আটকে থাকা রাজ্যের প্রায় ৯৫০,০০০ জন সরকারের সাহায্য চেয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।